অষ্টাবক্র সংহিতা।

মূল ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

পরমপরাৎপর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব
তদনুগত শিষ্য

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা

৮০ | ১ নং, মুক্তারাম বাবু

আর্য্যমিশন্ ইন্‌ষ্টিটিউশান

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

মেটকাফ যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা।

১৮৯৩ সালে

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাবক্র সংহিতার প্রকৃত ভাবার্থ এ পর্য্যন্ত গুরু মুখেই ছিল। এক্ষণে কোন মহাত্মার কৃপায় এবং তাঁহার অনুমতিতে ঐ গূঢ় অর্থ সাধকদিগের সুবিধার জন্য প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, যে, সাধারণ সমীপে ইহা প্রকাশ করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নহে। যেহেতু যাঁহাদের সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত অপরে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কূট তর্কের দ্বারা ভক্তিমান্ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের মনে সংশয় জন্মাইতে এবং নিজেও ভ্রমে পতিত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ হইতে দূরে পড়িতে পারেন। একারণ সাধারণের নিকট উহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনায় কেবল ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্যই এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যেরূপ ব্যাখ্যা পাইয়াছি তাহাই অবিকল মুদ্রিত করিলাম। জ্ঞানতঃ তাঁহার ব্যাখ্যার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় নাই। তবে যদি ভ্রম [illegible]ঃ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমার দোষ। সুবুদ্ধিমান ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া যথাস্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। রাণী-গঞ্জের অন্তর্গত নিম্‌তা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবিহারী দাস মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। এমন সৎকর্ম্মে এরূপ নিঃস্বার্থ দান অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ভগবৎ কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বধর্ম্ম ও সৎকর্ম্মে রত থাকিয়া জগতের মঙ্গলসাধন করুন। কিমধিকমিতি—

প্রকাশক

শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মণঃ।

অষ্টাবক্র সংহিতা।

প্রথমপ্রকরণম্।

জনক উবাচ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো।

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেৎতাত! বিষয়ান্ বিষবৎত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ। ১।

অষ্টাবক্রসংহিতা

প্রথম প্রকরণ।

জনক বলিতেছেন। জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? সেই জ্ঞান রহিত মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে? মুক্তি হইলেই ইচ্ছা রহিত হইল, সেই ইচ্ছা রহিতই বা কি প্রকারে হইবে? হে অষ্টাবক্র প্রভো! তাহা আমাকে বলুন।

অষ্টাবক্র বলিলেন। হে তাত! মুক্তি যদি ইচ্ছা কর, তবে বিষয়কে বিষের মতন ত্যাগ কর। সেই ত্যাগ, আত্মায় স্থির হইলে হই[illegible] সেই স্থিরত্বের নাম জ্ঞান, যাহা হৃদয়ে অনুভব হয়, অনুভবের অ[illegible] হইলে তখন কেহ কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে (মুক্তি হওয়ার দরুণ বৈরাগ্য আপনাপনি হয়) বৈরাগ্য বশতঃ ক্ষমা স্বতঃসিদ্ধ আপনাপনি হয়, ক্ষমা করিয়া মনেতে অক্ষমা কি রাগের উদয় হয় না; তাহার কারণ সরলতা স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ হয়। আত্মবৎ সকলেতেই দেখায় দয়ার্দ্র চিত্ত সর্ব্বদা,

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নি র্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্ ।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি ।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি, ন তে বিভো !
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এ বাসি সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥

থাকে, এই নিরপেক্ষ দয়া সর্ব্বদা হৃদয়েতে স্বভাবতঃ থাকায় হৃদয় সন্তোষিত থাকে, সত্য ব্রহ্মে সর্ব্বদা থাকিয়া এইরূপ সত্যানন্দকে অমৃতের ন্যায় ভজন কর। ১।

আত্মা আছেন তন্নিমিত্ত ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম দেখিতেছ, সেই আত্মা ক্রিয়ার দ্বারায় মন চিত্ত স্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মে তদ্রূপ হইলেই মুক্ত হয় জানিও, মুক্ত হওয়া আর কিছুই নয় কেবল ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা। ২।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে দেহ পৃথক্ থাকে, এইরূপ দেহকে যদি পৃথক করিয়া চিত্ত কূটস্থ ব্রহ্মে রাখ তাহা হইলে মনের দৌড়াদৌড়ি হইতে বিশ্রাম পাইবে এবং এক্ষণই সুন্দর রূপ ব্রহ্মেতে থাকিবে, সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাকায় তুমিও থাকিলে না তোমার কিছু থাকিল না; কাযে কাযেই অন্যদিকে মন আবদ্ধ হওয়া হইতে মুক্ত হইল। ৩।

তুমি বিপ্রাদি বর্ণ নহ, কোন আশ্রমী নহ, এই চক্ষের গোচর নহ, তোমার [illegible] ইচ্ছা নাই এবং তোমার কোন আকারও নাই, তুমি বিশ্ব সংসারের সাক্ষীমাত্র হইয়া শূন্য ব্রহ্মে থাক। ৪।

ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, সুখ এবং দুঃখ, এ সকল মনের কর্ম্ম, তোমার যে বিভূ তাঁহার কিছু নাই; তুমি কর্ত্তাও নহ তুমি ভোক্তাও নহ, কর্ত্তা এবং ভোক্তা মনের দ্বারা হইতেছে, সেই মন যখন খং ব্রহ্মে লীন হইল তখন নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মুক্ত হইতেছে। ৫।

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা ।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥ ৬ ॥
অহং কর্ত্তেত্যহংমান-মহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৭ ॥
একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা ।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ ।
আনন্দ-পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৯ ॥

এক অবস্তুর বস্তু ব্রহ্ম তাহাই সর্ব্বত্র তুমি দেখিতেছ, মুক্তপ্রায় সর্ব্বদা আপনাপনি বিবেচনা করিতেছ এই তোমার বন্ধন হইতেছে, দ্রষ্টাকে ভিন্ন করে দেখিতেছ অর্থাৎ দ্রষ্টা ব্রহ্ম হয় নাই, দ্রষ্টা ও দৃশ্য বিভিন্ন হেতু অন্যত্রে মন থাকায় মনের অর্থাৎ দ্রষ্টার বন্ধন হইতেছে। ৬।

আমি কর্ত্তা ব্রহ্ম দেখিতেছি, এই যে আমি তোমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, সেই অহং স্বরূপ যে কৃষ্ণসর্প তোমাকে দংশন করিয়াছে, তদ্ধেতু তোমার এই সংসারের জ্বালা এবং ছট্‌ফটানি হইতেছে, মনের শান্তি না হওয়াতে উপদেশের প্রার্থনা করিতেছ তাহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিতেছি যে আমি কর্ত্তা নহি, ইহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে আপনাপনি বিশ্বাস হয় এই বিশ্বাস স্বরূপ অমৃত পান করিয়া সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাক অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক। ৭।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে (এক বিশুদ্ধ বোধ স্বরূপ আমি) এই এক নিশ্চয়তা রূপ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া অজ্ঞান স্বরূপ যে পথ এই অগ্নির আলোতে দেখিয়া সংসারের শোক হইতে রহিত হও [illegible] রূপ ব্রহ্মে থাক। ৮ ।

যেখানে এই সব বিশ্ব সংসার আপনার মনেরই কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয় যেমত রজ্জুতে সর্পের বোধ হয়, সর্প বোধ হওয়াতে নানারূপ আশঙ্কা, আবার যখন সেই কল্পিত সর্পকে রজ্জু বোধ হয় তখন আনন্দ বোধ হয়।

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১১ ॥
কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥ ১২ ॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৩ ॥

কিন্তু আনন্দে (আমি আছি, কারণ আমি না থাকিলে অন্ধকার হইল) যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় পরমানন্দে থাকে তখন নিজবোধ স্বরূপ তুমি হইতেছ, এই প্রকার অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাক। ৯।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রহিয়াছি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ আমি মুক্ত এইরূপ যে কেহ অভিমান করেন, কেহবা স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা সংসারে বদ্ধ হইয়া আছি এইরূপ বদ্ধাভিমান করেন, এ কেবল জনশ্রুতি মাত্র; সত্য ইহার মধ্যে এই হইতেছে যে যাহার যেরূপ মতি গতিও তদনুরূপ হয়। ১০।

আত্মা সাক্ষীর স্বরূপ তিনি বিভুও পূর্ণ, পূর্ণ হইলেই এক হইল, এক হইলেই মুক্ত চিৎ স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে; তখন তিনি অক্রিয়, ইচ্ছা রহিত, স্পৃহা রহিত সুতরাং শান্ত কেবল ভ্রমেতেই সংসারবানের ন্যায় হইতেছে। ১১।

এই আত্মাই কূটস্থ এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে তাঁহারই আভাসে (সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রযুক্ত) এই সংসারের ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়া, অন্তর্বাহ্যে ব্রহ্মই সাক্ষী। ১২।

"হে পুত্র! দেহরূপ অভিমানের পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিয়াছ। 'আমি' এই বোধ করিতেছ সেই আমিকে জ্ঞান খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন আমি থাকে না তখন আমিত্ব গেল অতএব ব্রহ্মেতে লীন হইয়া সুখী হও। ১৩।

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৪ ॥
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভয়ঃ শীতলাশয়ঃ ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যুপদেশষোড়শকম্ ॥

সেই ব্রহ্ম তিনি অর্থাৎ তিনি কিছুই করেন না, তাঁহার কোন ইচ্ছাও নাই,—তন্নিমিত্ত নিঃসঙ্গ, তিনিই তুমি স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন স্বরূপ হইতেছ, তুমি সকলে সমান রূপে ব্রহ্ম স্বরূপ দেখিতেছ এই ত তোমার বন্ধন হইতেছে। ১৪ ।

তুমি বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত অর্থাৎ তুমি আত্মা স্বরূপ, আত্মা সর্ব্বত্র সমান রূপে ব্যাপৃত আছেন, তোমাতে আত্মাতে অভিন্ন হেতু তুমিই সর্ব্বব্যাপক হইয়াছ এবং তোমাতে এই বিশ্ব সংসার প্রোথিত রহিয়াছে, শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তুমি হইতেছ, তুমি এত বড় লোক হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত হইও না। ১৫ ।

সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক যেখানে কোন বিষয়ের অপেক্ষা, বিকার ও ভয় নাই এবং শীতল হইবার স্থান হইতেছে, অগাধ বুদ্ধি সেখানে হইতেছে ও কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধতা নাই কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্মময় স্বরূপ হইতেছে। ১৬ ।

এই ষোল উপদেশ।

অথ সংগ্রহশ্লোকাঃ।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ১ ॥
যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃপরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃপরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥ ৩ ॥

ইত্যাত্মানুভবোপদেশো নাম প্রথম প্রকরণম্।

দ্বিতীয় প্রকরণম্।

অহো! নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ ॥ ১ ॥

সাকার বস্তু সমুদায় মিথ্যা, নিরাকার সত্য, এইরূপ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা পুনরুৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না। ১।

কোন ব্যক্তির রূপ, আদর্শ মধ্যগত হইলে যেমন অন্তরে ও বাহিরে সেই ব্যক্তিরই বিদ্যমানতা থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবে এই শরীরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। ২।

একমাত্র সর্ব্বগত আকাশ যেমন ঘটের অন্তরে ও বাহিরে আছে, তাহার ন্যায় নিত্য নিরন্তর বিভু ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। ৩।

এই সাক্ষী আত্মানুভবোপদেশনামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

জনক বলিতেছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় ক্রিয়ার পর অবস্থাতে শান্তি

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বমথবা চ ন কিঞ্চন ॥ ২ ॥
সশরীরমহো বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥ ৩ ॥
যথা ন তোয়তো ভিন্না স্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ৪ ॥
তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ॥ ৫ ॥

বোধ হওয়া এই আমি হইতেছি, সেই আমি পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহঙ্কারের পর হইতেছি, এই বোধ আমার ছিল না, একাল পর্য্যন্ত মোহ দ্বারা বিড়ম্বিত হইলাম। ১ ।

এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি স্বরূপ প্রকাশ এক এই দেহের মধ্যেই বোধ হইতেছে; এইরূপ যত চলায়মান বস্তু সকলের মধ্যেই এইরূপ স্থিতি আছে, জীব মাত্রেই ও চর এবং অচরের মধ্যেও সেই স্থিতি আছে, সেই স্থিতি যাহা জগদ্ব্যাপক তাহাতে থাকিলে তুমিও জগদ্ব্যাপক, সর্ব্বই তুমি হইতেছ এই ব্রহ্ম অণুর একাংশে জগৎ সেই জগতের মধ্যে তুমি অতএব তুমি কিছুই নয়। ২ ।

এ কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই আমার শরীরেই যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি, তাহাই বিশ্বসংসার, এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন কৌশলের দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিব এইরূপ ইচ্ছা করি। ৩ ।

জলের যে তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি তাহা জল হইতে পৃথক নহে, অর্থাৎ তরঙ্গেও জল আছে এবং বুদ্বুদের মধ্যেও জল আছে সেইরূপ আত্মাও ভিন্ন নহে কারণ আত্মা হইতে বিশ্বসংসার নির্গত হইয়াছে, বিশ্ব[illegible] সর্ব্বত্র আত্মার স্থিতি রহিয়াছে। ৪ ।

এক সুতাতেই সকল রকমের কাপড় হয়, যে যেমন ইচ্ছা করে বুনে, সেইরূপ এই বিশ্বসংসারকে আত্মাই বিচার করিয়া লয়েন অর্থাৎ আত্মা যে বস্তুতে মন দেন তাহাই দেখিতে পান। ৫ ।

যথৈবেক্ষুরসে কৢপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি কৢপ্তং ময়া ব্যাপ্তং নিরন্তরম্ ॥ ৬ ॥
আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ভাসতে ন হি ॥ ৭ ॥
প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥ ৮ ॥
অহো! বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥ ৯ ॥

যেরূপ ইক্ষুরস শর্করাতে সূক্ষ্মরূপে লিপ্ত রহিয়াছে; সেই শর্করার স্বরূপ বিশ্বসংসার আমাতেই সূক্ষ্মরূপে ও অণু স্বরূপে লিপ্ত রহিয়াছে কারণ আমিই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্যাপক, আমি না থাকিলে কিছু নাই, আমিই সংসারে লিপ্ত রহিয়াছি। ৬।

আমি এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে জগৎ ভাসমান হইতেছে; সেই যে আমি সে কি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যেখানে আমিও নাই এইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে জগৎ আর জ্ঞান থাকে না, যেমন রজ্জুর দ্বারা সর্প জ্ঞান, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইলে সর্প আর বোধ হয় না, অর্থাৎ সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইলে জগৎ আর বোধ হয় না। ৭।

উপর্য্যুক্ত প্রকাশই নিজের রূপ হইতেছে, সেই প্রকাশই সর্ব্বব্যাপক; তন্নিমিত্ত সে প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় যখন বিশ্বসংসারের প্রকাশ হইল, তখন (বিশ্ব সংসারের মধ্যে আমি) আমারও প্রকাশ হইল অর্থাৎ সেই প্রকাশই আমি এখানে অপ্রকাশই প্রকাশ। ৮।

এই আশ্চর্য্যের কথা, বিশ্বসংসারটা উল্টা হইল, কেন হইল, ক্রিয়ার পর অবস্থা না জানায় এইরূপ বিকল্প বোধ হইতেছে। যেমন ঝিনুকের টুক্‌রা কিছুই নয় কিন্তু রূপার মতন বোধ হইতেছে, রজ্জুতে সর্প বোধ হইতেছে এবং সূর্য্যের কিরণে অর্থাৎ মরীচিকাতে জলের ন্যায় বোধ হইতেছে এইরূপ বিশ্ব বিকল্প বোধ হইতেছে। ৯।

মত্তো বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি ।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥ ১০ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যং বিনাশো নাস্তি যস্য মে ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত-জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥ ১১ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যম্‌ একোঽহং দেহবানপি ।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
অহো ! অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্‌ ॥ ১৩ ॥

আমা হইতেই বিশ্ব নির্গত হইয়াছে আবার আমাতেই লয় হইবে। যেমন মাটি হইতে কুম্ভের উৎপত্তি আর কুম্ভ ভাঙ্গিয়া মাটি; জল হইতে ঢেউ আবার সেই ঢেউ জলে মিলিয়া যায়, সোনা হইতে গহনা এবং গহনা হইতে সোনা হয়। ১০ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম আমি, আমি আর কাহাকে নমস্কার করিব, এই এক আশ্চর্য্যের কথা হইতেছে যে আমিই আপনাকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় নমস্কার করি; কারণ আমার বিনাশ নাই। অন্য কাহাকে নমস্কার করিতে হইলে যাহাকে নমস্কার করিব তাহার বিনাশ আছে—ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতেরই নাশ আছে। ১১ ।

তবে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় আপনাপনি বসে নমস্কার করি, এই আশ্চর্য্য, আমি দেহবান হইয়াও সেই এক ব্রহ্ম হইতেছি, কোথাও যাইও নাই এবং কোথা হইতে আসিও নাই; আমার অবস্থিতি এই বিশ্বসংসারেই হইতেছে; যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকি তখনি এইরূপ বোধ হয়। ১২ ।

এ কি আশ্চর্য্যের কথা, আমি আমাকেই নমস্কার করি! [illegible] কেন করি? কারণ আমার মত দক্ষ কেহই নাই, এই আত্মা অর্থাৎ শ্বাস আসিছে ও যাইতেছে, ও অচল স্থিরভাবেও রহিয়া সম্যক্ প্রকারে তাহাকে শরীরের দ্বারায় স্পর্শ করিতে পারা যায় না এবং যাহা দ্বারায় বিশ্ব সংসার চিরকাল ধৃত হইয়া রহিয়াছে। ১৩ ।

অহো! অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্মনসি গোচরম্॥ ১৪॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্।
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ॥ ১৫॥
দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যৎতস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বম্ একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ॥ ১৬॥
বোধরূপোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃষতো নিত্যং নির্ব্বিকল্পে স্থিতির্মম॥ ১৭॥
অহো! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া॥ ১৮॥

* আশ্চর্য্য বশতঃ আপনাকে আপনি নমস্কার করি; সেই ত আমি সে ত ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে; যাহার কিছুই আমাতে নাই, অথবা যাহা আমার এই সব, বাক্য, মন, চক্ষুর দ্বারা দেখিতেছি, হয় সব আমি নতুবা কিছুই নাই। ১৪ ।

জানা, জানিবার বস্তু, জানিবার কর্ত্তা এ তিনই বাস্তবিক নাই, এ সব ক্রিয়ার পর অবস্থা না জানার দরুণ প্রকাশ হইতেছে; যাহা কর্তৃক সেই আমি ব্রহ্ম হইতেছি। ১৫ ।

আমিই আপনি সব, আমি ভিন্ন অন্য হইলেই দ্বৈত, দ্বৈত মহাদুঃখ মূল, ক্রিয়ার পরাপর অবস্থা ব্যতীত সেই দুঃখের আর ঔষধি নাই। ১৬ ।

এই স্থির হইল যে এ সব কিছুই নয়, ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যাহা নিজ বোধ রূপ অনুভব এবং আমি সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাই হইতেছি; এ দুইই আ[illegible] উপাধি ধরিয়াছি। কিন্তু তিনি নিরুপাধি হইতেছেন; এইরূপ কল্পনা নিত্যই ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ এই ঐ ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্বিকল্পে আমার স্থিতি অর্থাৎ ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই এইরূপ স্থিতি আমার হইতেছে। ১৭ ।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমি সকলেতে এবং সকলই আমাতে, সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রযুক্ত হইতেছে; কিন্তু সকলি ত কথার কথা; বস্তুতঃ আমাতে

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধশ্চিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কথং কল্পনাধুনা ॥১৯॥
শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
অহো! জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক্ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥ ২১ ॥
নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যজ্জীবিতে স্পৃহা ॥ ২২ ॥
অহো! ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

নাই এই আশ্চর্য্য! অর্থাৎ বস্তুরূপে আমাতে নাই, অবস্তুর বস্তু সূক্ষ্ম ব্রহ্মরূপে আছেন, আমার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই ভ্রান্তিও নাই, শান্ত স্বরূপ নিরাশ্রয় আমি হইতেছি। ১৮।

এই শরীরের সহিত যে বিশ্ব সংসার ইহা কিছুই নহে, আমি শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মা, ইহা এক্ষণে কিরূপে কল্পনা হইতেছে। ১৯।

এই শরীর স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ভয় সকলইত কল্পনা মাত্র, তবে চিৎ আত্মাতে আমার কি কার্য্য। ২০।

এই জন সমূহের মধ্যে আমিত দুই দেখিতে পাই না; অরণ্যের ন্যায় আবৃত, কোথায় আমার রতি হইতেছে। ২১।

আমি ত দেহ নহি, আর আমার ও দেহ নহে, আমিও নহি, আমি চিৎস্বরূপ, আমি ত জানি যে এ সকল কিছুই নয় কিন্তু আমি যে [illegible] ইচ্ছা করি এই আমার বন্ধন। ২২।

একটা মহা জনরব হইয়াছে এই একটা আশ্চর্য্য যে লোকের একটা কল্লোল ধ্বনি উঠিতেছে, এই অনন্ত মহাসমুদ্রে চিত্ত বায়ুতে এক প্রবল ঝড় উঠিতেছে। ২৩।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ॥ ২৪॥
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ আশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ॥ ২৫॥
ইত্যাত্মানুভবোল্লাসো নাম দ্বিতীয়ং প্রকরণম্।

তৃতীয় প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ॥ ১॥
আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ভ্রমগোচরে।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে॥ ২॥

আবার এই অনন্ত মহাসমুদ্র চিত্ত বায়ুর প্রশমনে শান্ত হইতেছে। এই জীব স্বরূপ বণিক বড় অভাগ্যবান্; কারণ জগৎ স্বরূপ নৌকা বিনশ্বর। ২৪।

আমাতে এই অনন্ত মহাসমুদ্র; তাহাতে জীবের ঢেউ সকল আশ্চর্য্যের ন্যায় উঠিতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে, খেলা করিতেছে এবং স্বভাবতঃ প্রবেশ করিতেছে। ২৫।

আত্ম অনুভব উল্লাস দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। আত্মা অবিনাশী ইহা তর্কের দ্বারা জানিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া যিনি আত্মজ্ঞ হইয়াছেন এমন যে ধীর ব্যক্তি তাহার অর্থে এবং জনে কেন রতি হইবে। ১।

বিষয়ের ভ্রমে প্রীতি আত্ম জ্ঞানের দ্বারায় দহন হয় এবং ঝিনুকের জ্ঞান হইলে ঝিনুককে যে রজত বলিয়া ভ্রমাত্মক জ্ঞান তাহা দূর হয়।২।

বিশ্বং স্ফুরিত যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি॥ ৩॥
শ্রুত্বাপি শুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেঽত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি॥ ৪॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জ্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে॥ ৫॥
আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া॥ ৬॥
উদ্ভূতং জ্ঞানদুর্মিত্রমবধার্য্যাতিদুর্ব্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ॥ ৭॥

এই বিশ্ব সংসার সাগরের তরঙ্গের ন্যায় হইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমি সেই জানিয়া দীন দরিদ্রের মতন এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ৩।

তোমার যদ্যপি সেইরূপ অবস্থা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট শুন; সেই আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ অতি সুন্দর, কামাদিতে আসক্ত হইয়া মলিনভাবে কেন ভ্রমণ করিতেছ। ৪।

সব ভূতের মধ্যে আত্মা আর সব ভূত আত্মাতে, মুনি ইহা জানিয়াও আমার আমার বলেন এই আশ্চর্য্য। ৫।

পরম অদ্বৈত ক্রিয়ার পর অবস্থায় মোক্ষের নিমিত্ত যিনি অবস্থিত, তিনিও কামবশে বিকল হইয়া কেলি-শিক্ষা করেন এই আশ্চর্য্য। ৬।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়ে থাকা, যাহাকে জ্ঞান [illegible] জ্ঞানই যাহার হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞানই মিত্র স্বরূপ হইতেছে; কিন্তু থানিকক্ষণ থাকে, তন্নিমিত্ত ভালরূপ মিত্র নহে; এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কামের আকাঙ্ক্ষা করে এবং অন্তে কালকে প্রাপ্ত হয়। এই আশ্চর্য্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও অন্যদিকে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। ৭।

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥ ৮ ॥
ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্ব্বদা।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্ ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ৯ ॥
চেষ্টমানং শরীর স্বং পশ্যন্নন্যশরীরবৎ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকঃ।
অপি সন্নিহিতে মুক্তৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥ ১১ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ইহলোকের এবং পরলোকের কোন ইচ্ছা করেন না ও নিত্য এবং অনিত্যের বিবেক যিনি জানেন তিনি মোক্ষ পাইবার নিমিত্ত কামনা করেন, মোক্ষ একটা বিভীষিকার মতন হইতেছে, এই বড় আশ্চর্য্য। ৮।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ধীর ব্যক্তি থাকেন তিন খান এবং কেহ দুই কথা বলিলে তাহাও শ্রবণ করেন আর তাহাকে আত্মাতে (কেবল কর্ম্ম) করিয়া সদা আত্মাকেই দেখেন, আত্মাতে স্থির হইয়া থাকায় যে সন্তোষ লাভ হয়, ভাল ভাল সামগ্রী খাইবার অপেক্ষা তাহা অধিক হইতেছে সুতরাং উপাদেয় দ্রব্য সকল খাওয়াতে সন্তুষ্ট হয়েন না এবং কুবাক্য শ্রবণ করিয়াও কুপিত হন না। ৯।

আপনার মত অন্য শরীরকে দেখে, স্তব আর নিন্দাতে মহাশয় ব্যক্তি কেন ক্ষুভ্যমান হইবেন। ১০।

যা[illegible]কে হয় বলিয়া মানিয়া এই বিশ্ব জগৎ সংসার রহিয়াছে, যাঁহারা এ বিশ্ব সংসারকে ভোজবাজির মতন কৌতুক মনে করেন, এই সংসারের যত কিছু সকল মায়া মাত্র এইরূপ যে দেখেন এবং এই সংসারের কৌতুক যাঁহার বিগত হইয়াছে তাঁহার ত মুক্তি অতি নিকট; যাঁহারা ধীর বুদ্ধিমান তাঁহারা এইরূপ শুদ্ধ মুক্ত পদ পাইতে ভীত কেন হইবেন। ১১।

নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ১২ ॥
স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্ন কিঞ্চন।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥ ১৩ ॥
অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥ ১৪ ॥

ইত্যষ্টাবক্রে তৃতীয়প্রকরণম্।

যাহার মন ইচ্ছা রহিত হইয়াছে, ইচ্ছা রহিত হইলে তাহার কোন আশা থাকে না এইরূপ আশা রহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা না থাকিলে হয় না। যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকেন, তাহাকে মহাত্মা কহে, তিনি সর্ব্বদা আত্মায় থাকিয়া তৃপ্ত থাকেন; এমত মহাত্মার সহিত তুলনা কাহারও হইতে পারে না। ১২।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে; স্বভাবে থাকিল সে আর কিছু দেখে না; এই গ্রাহ্য এই ত্যাজ্য এইরূপ ধীর যিনি তিনি এ সকল কিছু দেখেন না। ১৩।

ভিতর হইতে ইচ্ছা রহিত এমত যে ত্যক্ত ব্যক্তি তাঁহার ত্যাগই চাবুক হইতেছে; তাঁহার ভাল মন্দ দ্বিধা নাই (যা হয়); এবং কোন আশাও নাই, যাহা কিছু কাহারও ইচ্ছা যেরূপ ভোগ সম্মুখে রাখিয়া দেয়, তাহাই ভোজন করেন; ভাল মন্দ কিছুতেই সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট নহেন। ১৪।

এই অষ্টাবক্রের তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্থ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

হন্তাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া ।
নহি সংসারবাহীকৈর্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥ ১ ॥
যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
অহো ! তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি ॥ ২ ॥
তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে ।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥ ৩ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা ।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥ ৪ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভূতগ্রামে চতুর্ব্বিধে ।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জ্জনে ॥ ৫ ॥

চতুর্থ প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আত্মজ্ঞ ধীর হইয়াছেন তিনি এ সংসারে ভোগ লীলার দ্বারা খেলা করিতেছেন তাঁহার সঙ্গে সংসারের মোট বোয়ে বেড়াইতেছে যে মূর্খ, সে সমান হইতে পারে না । ১ ।

ইন্দ্রাদি সব দেবতা দীনভাবে যে পদকে ইচ্ছা করিতেছেন সেই পদকে যোগীরা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষকে প্রাপ্ত হন না কেন ? ২ ।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তাঁহাকে পুণ্যপাপ স্পর্শ করিতে পারে না ; যেমত ধূম আকাশের সঙ্গ করিতেছে কিন্তু সে আকাশকে স্পর্শ করিতে পারে না । ৩ ।

নিজ আত্মা সর্ব্বব্যাপক দেখিতেছেন যে মহাত্মা তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অবস্থাতে থাকিতে পারেন তাহাকে নিষেধ করিবার ক্ষমতা কার ? । ৪ ।

আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এই চারি গ্রাম সকল ভূতের হইয়েছে কিন্তু মহা শূন্যেতে বিস্বা এই শূন্যে যাঁহারা রহিয়াছেন অর্থাৎ

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি পরমেশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥

ইত্যুল্লাসষট্‌কং নাম চতুর্থপ্রকরণম্।

পঞ্চম প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি।
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ১ ॥
উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্‌বুদঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মে রহিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞ হইতেছেন, তাঁহারাই ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে বর্জ্জন করিতে সামর্থবান্ হয়েন। ৫।

আত্মাকে যিনি সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া জানেন, তিনি পরমেশ্বরকে জানেন তিনি যাহা জানেন তাহা করেন; তাঁহার কোথাও ভয় নাই। ৬।

উল্লাসষট্‌ক নামক চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। তোমারত কোন সঙ্গ নাই, তোমার মধ্যে এক নির্ম্মল ব্রহ্ম আত্মার স্থিতিস্বরূপে আছেন, তিনিই জগন্ময় সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম হইতেছেন, তুমি কি তাঁহাকে ছাড়িতে চাও? যাহা কিছু [illegible] বিবেচনা কর যে সঙ্গ তাহাকে বিশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় করিয়া এইরূপে লয় হইয়া থাক। ১।

এই বিশ্বসংসার যাহাকে তুমি বলিতেছ ইহাত জলের বুদ্‌বুদের ন্যায় বোধ হইতেছে, এইরূপ আত্মাকে জেনে লয়কে প্রাপ্ত হও। তোমাতেই, যে

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্ বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি ।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ।। ৩ ।।
সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ ।
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ।। ৪ ।।
ইতি লয়চতুষ্টয়ং পঞ্চমং প্রকরণম্ ।

ষষ্ঠ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ।। ১ ।।

নির্ম্মল ব্রহ্ম রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বসংসারেও রহিয়াছেন। অতএব যাহা কিছু তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ এবং বস্তু বলিয়া মানিতেছ সে সমুদায়ই ময়লা বলিয়া জানিও; অতএব ময়লা কথন নির্ম্মলেতে থাকে না এ তোমার কেবল ভ্রমমাত্র রজ্জু সর্পবৎ। এইরূপ জ্ঞান করিয়া সব এক কর, ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হও। ২ । ৩ ।

দুঃখ এবং সুখ উভয়কেই সমান জ্ঞান কর এবং পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক, আশা আর নিরাশা দুই সমান জ্ঞান কর, বাচিয়া থাকা আর মৃত্যু দুই সমান জ্ঞান কর। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হও। ৪ ।

এই লয় চতুষ্টয় নামক পঞ্চম প্রকরণ।

ষষ্ঠ প্রকরণ ।

জনক কহিলেন। আকাশের ন্যায় মহাকাশ অনন্ত ব্রহ্ম আমি আর পঞ্চ তত্ত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি ঘট স্বরূপ জগৎ হইতেছে; এই তোমার জ্ঞান, সব যখন তুমি, তখন ত্যাগ আর গ্রহণ কিসের? এইরূপে থাকিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় লয় হইয়া থাক। ১ ।

মহোদধিরিবাহং সপ্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ২ ॥
অহং সংশুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্বিশ্বকল্পনা ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৩ ॥
অহং বা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইত্যুত্তরোপদেশচতুষ্কং ষষ্ঠপ্রকরণম্‌ ।

সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ ও তাহার ঢেউ জলেরই অবয়ববিশেষ হইতেছে, এই তোমার জ্ঞান, তোমার গ্রহণ নাই, ত্যাগও নাই তুমি সর্ব্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হও। ২।

ঝিনুকে রূপা কল্পনার ন্যায় এই বিশ্বসংসারকে কল্পনা করিয়া রহিয়াছ; এই তোমার জ্ঞান, তোমার ত্যাগও নাই গ্রহণও নাই, তুমি সর্ব্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হও। ৩।

আমি সকল ভূতেতে, এবং সকল ভূত আমা ছাড়া নয়; এই তোমার জ্ঞান হইতেছে, তোমার ত্যাগও নাই গ্রহণও নাই, তুমি সর্ব্বব্যাপক, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া লয় হইয়া থাক। ৪।

ষষ্ঠ প্রকরণ সমাপ্ত।

সপ্তম প্রকরণম্‌ ।

জনক উবাচ ।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা ।। ১ ।।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন মে ক্ষতিঃ ।। ২ ।।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা ।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ ।। ৩ ।।
নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রাত্মনি নিরঞ্জনে ।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ ।। ৪ ।।

সপ্তম প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন। স্বভাবে থাকায় আমি এই অনন্ত সমুদ্রের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছি, বিশ্বসংসার রূপ নৌকা স্বান্ত বাতাসের দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, তন্নিমিত্তে আমার অসহিষ্ণুতা কিছুই নাই। ১।

আত্মা অনন্ত সমুদ্র ব্রহ্মস্বরূপ, আর এই জগৎ ঢেউস্বরূপ হইতেছে, স্বভাবতঃ বাতাসের দ্বারায় ঢেউ উঠিতেছে ও নামিতেছে, তাহাতে আমার কিছু বৃদ্ধিও নাই ক্ষতিও নাই। আমি যেমত পূর্ণরূপ আছি। ২।

এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ সমুদ্র আমিই হইতেছি, এই বিশ্বসংসারের নাম এক[illegible] কল্পনা মাত্র, আমি নিজে ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তস্বরূপ ও নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ আছি, এইরূপ আমি হইতেছি। ৩।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কিয়া থাকার যে ভাব সে ভাব কূটস্থ ব্রহ্মে আট্‌কিয়া থাকায় নহে, তন্নিমিত্তে আমি কিছুতেই আসক্ত নহি স্পৃহাও নাই শান্তস্বরূপ হইতেছি এইরূপ আমার স্থিতি হইতেছে। ৪।

অহো । চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ ।
ততো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥ ৫ ॥

ইত্যনুভবপঞ্চকং নাম সপ্তম প্রকরণম্ ।

অষ্টম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি ।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি ॥ ১ ॥
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২ ॥

আমি কেবল চিৎস্বরূপ হইতেছি, কিন্তু জগৎ ইন্দ্রজালের মতন বোধ হইতেছে ; এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে আমার বাঁধিতেছি, আমি নাইত আমার কোথায় ? হেয় আর উপাদেয় কল্পনা কোথায়

এই অনুভবপঞ্চক নাম সপ্তম প্রকরণ

অষ্টম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। তখনি বন্ধন যখন চিত্ত বাঞ্ছা করিতেছে বা শোচনা করিতেছে। যখন চিত্ত কিঞ্চিৎ বাঞ্ছা করে ও শো[illegible]রে, কিছু ত্যাগ করে, কিছু গ্রহণ করে, কিছু খুসী হয়, কিছু রাগান্বিত হয়। ১।

তখনি মুক্ত, যখন কোন বাঞ্ছাও করে না আর কোন বিষয়ের শোচনাও করে না, কিছু গ্রহণও করে না, কিছু ত্যাগও করে না, না সন্তুষ্ট হয়, না রাগান্বিত হয়। ২।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু॥ ৩॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা॥ ৪॥

ইত্যষ্টাবক্রসংহিতায়াং বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নাম
অষ্টমং প্রকরণম্।

নবম প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র আহ।

কৃতাকৃতে ন দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা।
এবং জ্ঞাত্বেহ নির্ব্বেদাদ্ভবত্যাগপরো ব্রতী॥ ১॥

তখনি বদ্ধ যখন কোন বিষয়ে দৃষ্টি আসক্তিপূর্ব্বক করে। তখনই মুক্ত যখন সকল বিষয় হইতে আসক্তি রহিত হয়। ৩।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি নাই তখন মোক্ষ, যখন আমি আছি তখন বন্ধন; ইহা জানিয়া তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক কিছু গ্রহণও করিও না কি ত্যাগও করিও না। ৪।

এই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা নামক অষ্টম প্রকরণ সমাপ্ত।

নবম প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। এ কর্ম্ম করা হইয়াছে এ কর্ম্ম করা হয় নাই, এরূপ দ্বন্দ্ব তাহা কিছুই নয়, আর কখনইবা শান্তি আর কার বা শান্তি, এইরূপ জানিয়া, নির্বেদ বশতঃ ত্যাগপর ব্রতী হও, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ইচ্ছা কখনই করিও না। ১।

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতা ॥ ২ ॥

অনিত্যং সর্ব্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥ ৩ ॥

কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্র দ্বন্দ্বানি নো নৃণাম্।
তান্যপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্ত-বৎ তাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪ ॥

নানা মতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

বৎস্য! কোন ধন্যলোক, লোকের চেষ্টা অবলোকন করিয়া জীবিতেচ্ছা ও ভক্ষণেচ্ছা শূন্য হইয়াছে। ২।

যত কিছু দেখিতেছ সকলি অনিত্য। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে তাপিত সংসার, তাহা অসার নিন্দিত ও হেয় নিশ্চয় জানিয়া শমতাকে প্রাপ্ত হও। ৩।

মনুষ্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব রহিয়াছে,—কাল কি? আর বয়স কি? এই দুইটিকে উপেক্ষা করিয়া দেখ, কালও সময় আর বয়সও সময় সেইজন্য কাল আর বয়স উভয় এক, কাল যে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে দেখ, দেখিতে দেখিতে কালস্বরূপ চলিতেছে যে শ্বাস তাহা স্থির হইবে, সেই স্থির হইলে যেরূপ প্রাপ্তি যে প্রাপ্তিতে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যায় এইরূপ যাহার হয় সেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। ৪।

নানা মত মহর্ষি সাধুদের এবং যোগীদের হইতেছে। এই সব দেখিয়া আমিও কিছু নহি আর আমারও কিছু নহে এইরূপ যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বোধ হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া কোন মনুষ্য শামতাকে না পায়? ৫।

কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিং গুরুঃ।
নির্ব্বেদসমতাযুক্ত্যা নিস্তারয়তি সংসৃতেঃ॥ ৬॥
পশ্য ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি॥ ৭॥
বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চতা।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা॥ ৮॥

ইতি নির্ব্বেদাষ্টকং নাম নবমং প্রকরণম্।

চৈতন্য কূটস্থের উত্তম পুরুষের স্বরূপ মূর্ত্তি জ্ঞান যে হয় তিনি কি গুরু নহেন? তখনত কোন বিষয় জানা যায় নাই, সমানরূপ আটকিয়া থেকে চঞ্চলত্বকে ধিক্কার করে। ৬।

পঞ্চ ভূতের বিকার দেখ, এ তুমিই হইতেছ, ভূতমাত্রা সব যথার্থ দেখ, যাহা যোগীরা দেখেন, ইহা দেখিলেই তুমি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে। ৭।

সংসার আর কিছু নয় ইচ্ছা করার নামই সংসার, সব বাসনা ত্যাগ করিলেই স্থিতি হয়। ৮।

ইতি নির্ব্বেদাষ্টক নামক নবম প্রকরণ সমাপ্ত।

দশম প্রকরণম্ ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

বিহায় বৈরিণং কামং অর্থঞ্চানর্থসংকুলম্ ।
ধর্ম্মমপ্যেতয়োর্হেতুং সর্ব্বত্রানাদরং কুরু ।। ১ ।।
স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানি ত্রীণি পঞ্চ বা ।
মিত্রক্ষেত্রধনাগার দারদায়াদিসম্পদঃ ।। ২ ।।
যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা ।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাশ্রায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব ।। ৩ ।।
তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধ স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্ততুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ ।। ৪ ।।

দশম প্রকরণ ।

অষ্টাবক্র কহিলেন। ইচ্ছা করাই শত্রু, ধন সঞ্চয় করিব সুখী হইব বলিয়া, ধনাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম করিবার জন্য এই ইচ্ছা সব অনর্থের মূল, অতএব ইচ্ছাকে সর্ব্বদা অনাদর কর। ১।

মিত্র, ভূমি, ধনাগার, স্ত্রী প্রভৃতি সকল অল্পদিনের নিমিত্ত, এই সকল স্বপ্নেতে ইন্দ্রজালের মতন দেখ। ২।

যেখানে যেখানে তৃষ্ণা হইবে অর্থাৎ অত্যন্ত ইচ্ছা হইবে, সেইখানে সেইখানেই সংসার জানিবে। ভাল রকম ইচ্ছা রহিত স্থিতি পদে থাকিয়া তৃষ্ণা রহিত হইয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাক। ৩।

যখন মনেতে ইচ্ছা হয় তখনই ইচ্ছার দ্বারায় মনের বন্ধন হয়, সেই ইচ্ছাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে থাকে না। তাহারই নাম মোক্ষ। এই সংসারে আসক্তিরহিত হইবামাত্রই মুহুর্মুহুঃ তুষ্টিপ্রাপ্ত হইবে। ৪।

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসৎ তথা।
অবিদ্যাপি ন কিঞ্চিৎ সা কা বুভুৎসা তথাপি তে ॥ ৫ ॥
রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানিচ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥ ৬ ॥
অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপি কর্ম্মণা।
এভিঃ সংসারকান্তারে ন বিশ্রান্তামভূন্মনঃ ॥ ৭ ॥
কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্ম্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্ ॥ ৮ ॥
ইত্যুপশমাষ্টকং নাম দশমং প্রকরণং সমাপ্তম্।

তুমিত এক পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর হইতেছ, চৈতন্যরূপ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি, সেই স্থিতিই শুদ্ধ হইতেছে তখন অন্য দিকে মন যাইতেছে না, বিশ্বসংসার যখন জড়ের মতন হইয়াছে তখন অবিদ্যা আর থাকে না, তোমার আবার জিজ্ঞাসা করিতে কি আছে? । ৫ ।

রাজ্য, সন্তান, স্ত্রী, শরীর আর ধনের প্রতি সম্যক্ প্রকারে আসক্তি থাকাতেও তোমার জন্ম জন্মে নষ্ট হইতেছে। ৬।

অর্থের ইচ্ছা, ভাল কর্ম্ম করিব বলিয়া ইচ্ছা, বৃথা; ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত এই সংসারে যাহা কিছু কর না কেন কিছুতেই মনের বিশ্রাম নাই। ৭।

কত কত জন্ম শরীর এবং মনের দ্বারায় করিয়াছ, যাহাতে কেবল কর্ম্মই ভোগ করিতেছ তাহা এখনও তোমার ছাড়ে নাই অর্থাৎ এখনও সেই কর্ম্ম ভোগ করিতেছ। ৮।

ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত।

একাদশ প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥ ১ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বনির্ম্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ শান্তঃ ক্বাপি ন সজ্জতে ॥ ২ ॥

একাদশ প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। স্বত্ব, রজ, তম, ঈড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন গুণ; এই তিন গুণের অতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ভাব হয়; সেই ভাব যখন তোমাতে না থাকে তাহার নাম অভাব; ভাবের অভাব কেবল মনের বিকারে হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে সে সব ছাড়িয়া গিয়া, স্বভাবে আসিয়া ক্রিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে মস্তকে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব বোধ হয় এবং হৃদয়ে স্থিতি এই শরীরেই অনুভব হয়; এইরূপ স্থিতি নিশ্চয় হইলে বিকার রহিত হয়, বিকার রহিত হইলে নির্ব্বিকার, অর্থাৎ আপনাপনি স্থিতি হয় তখন কোনরূপ ক্লেশ থাকে না। এইপ্রকার সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকিয়া উপশমকে প্রাপ্ত হও। ১।

সকল ভূতের নির্ম্মাণকর্ত্তা ঈশ্বর যিনি হৃদয়েতে রহিয়াছেন [illegible] স্থিতি স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহা হইতে পঞ্চতত্ত্ব নির্গত হইয়াছে, সেই তত্ত্বের যন্ত্রের দ্বারা অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এইটিই নিশ্চয় করিয়া জানিলে, সকলে ব্রহ্মের অংশ আছে অবগত হইলে শান্ত হয়; এবং শান্ত হইলে আর কিছুতে আসক্তি হয় না। ২।

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥ ৩ ॥
সুখদুঃখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাম্যদর্শী নিরায়াসঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৪ ॥
চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ ॥ ৫ ॥
নাহং দেহো ন মে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিব সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৬ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তসুনির্বৃতঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাতে আপনি তৃপ্ত থাকে, তবে আপদ, সম্পদ, এই দুই দৈবের দ্বারায় হয়, ইহা নিশ্চয় হইলে নিত্যই ইন্দ্রিয় সকল স্বচ্ছ হয়, কোন বিষয়ের ইচ্ছা হয় না এবং কোন বিষয়ে শোচনাও থাকে না। ৩।

সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু সব দৈবের দ্বারায় হয়, ইহা যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই সমদর্শী এবং কোন বিষয়ের আশা রাখেন না, তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। ৪।

কোন বিষয়ের উপরে চিন্তা করিলেই দুঃখ, এ বিষয়ের অন্যথা হয় না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিয়া, সেই সকল চিন্তা রহিত হইয়া সুখী হও এবং শান্ত হও। ৫।

[illegible] দেহ যাহা দেখিতেছে এ দেহ আমার নহে, যদ্যপি দেহ না হইল তবে ব্রহ্ম হইল, ব্রহ্মই আমি এই নিশ্চয় করিয়া কৈবল্যের ন্যায় ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন কৃত ও অকৃত বিষয়ের চিন্তা করে না। ৬।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত আমি এই নিশ্চয় করিয়া নির্বিকল্প হইয়া থাক এবং শুচি ও শান্ত হও, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়েই সন্তুষ্ট হও। ৭।

নানাশ্চর্য্যমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী ।
নির্ব্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ৮ ॥
ইতি একাদশপ্রকরণং সমাপ্তম্ ।

দ্বাদশ প্রকরণম্ ।

জনক উবাচ ।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ১ ॥
প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বসংসার নানানতর আশ্চর্য্য হইতেছে এ সমুদায় কিছুই নয় এই কৃতনিশ্চয় করিয়া ইচ্ছারহিত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া এ সংসারের সমুদায় পদার্থই কিছুই নয় এইরূপ জানিয়া শাম্যতাকে প্রাপ্ত হয় । ৮ ।

এই জ্ঞানসহ একাদশ প্রকরণ সম্পূর্ণ ।

দ্বাদশ প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন। শরীর দ্বারা অনেক পরিশ্রম করিলাম এবং কত লোকের সঙ্গে কত তর্ক বিতর্ক করিলাম, এবং কিছুদিন বসিয়া চিন্তা কত প্রকার করিলাম, কিন্তু এখন এ সকল হইতে রহিত হইয়া এইরূপই রহিয়াছি । ১ ।

পঞ্চ তত্ত্বের কোন বিষয়ের প্রীতির অভাব প্রযুক্ত আর আত্মাকে কোন শব্দের দ্বারা না দেখা নিমিত্ত বিক্ষেপ হওয়ায়, আপন হৃদয়ে একাগ্র হইয়া এইরূপ বসিয়া রহিয়াছি । ২ ।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
কর্ম্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাৎ তথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥
অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥ ৭ ॥

কবে সমাধি হইবে, এইরূপ আশায় কত রকম ব্যবহার করিয়া বিবেচনা করিলাম যেমন যেমন শাস্ত্রে নিয়ম লিখিত আছে সেইরূপ নিয়ম করিলে সমাধি হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অবস্থিত রহিলাম। ৩।

হে ব্রহ্মন্! ভাল মন্দ কিছু নাই হর্ষ বিষাদও কিছু নাই, এই অভাব প্রযুক্ত এইরূপেই স্থিত আছি। ৪।

এই আশ্রম আর এই অনাশ্রম, এই করা চাই, আর এইটি ছাড়িয়া দেওয়া চাই এ সমুদায় বিকল্প হইতেছে ইহা দেখিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছি। ৫।

অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ও কর্ম্ম ত্যাগ করে এইরূপ তত্ত্ব সম্যক প্রকারে বোধ করিয়া এইরূপ স্থির আছি। ৬।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে অচিন্ত্যরূপ, সেই অচিন্ত্যকে যদি চিন্তা করি তাহা হইলে চিন্তাকেই ভজনা হইল, তন্নিমিত্ত তাহার যে ভাবনা অর্থাৎ আমার ক্রিয়ার পর অবস্থা হউক এইরূপ যে চিন্তা তাহাও ত্যাগ করিয়া আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি। ৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বাদশ প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

ত্রয়োদশ প্রকরণম্ ।

জনকঃ পুনরুবাচ ।

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্ ।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১ ॥
কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে ।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্ ॥ ২ ॥

এইরূপ যিনি করেন আর এইরূপ করা যাহার স্বভাবত হইয়া যায় তিনিই কৃতার্থ । ৮ ।

দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ প্রকরণ ।

জনক বলিতেছেন । ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আমার কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না কারণ তখন আমি নাই । এইরূপ আপনাতে আপনি থাকিলে, কৌপিনেরও আশা থাকে না, ত্যাগ আর গ্রহণ এই দুইকেই ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে আছি । অর্থাৎ এই অবস্থাতে যেরূপ সুখ হয় সেইরূপ আছি । ১ ।

কখন শরীরে আঘাত লাগিলে খেদ কখন সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বার খেদ । কখন পুত্রশোকে মন দুঃখিত এ সকল ত্যাগ করিয়া দিয়া ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিত হইয়া সুন্দররূপ বন্ধে আছি । ২ ।

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে যথাসুখম্ ॥ ৩ ॥
কর্ম্মনৈষ্কর্ম্ম্যনির্ব্বন্ধভাবাদ্দেহস্থযোগিনঃ।
সঙ্গাৎ সংযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৪ ॥
অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা বা শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥
স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো ন বা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৬ ॥

যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কিছুই নয় কারণ তত্ত্বাতীত ব্রহ্ম সকলেতেই আছেন, যে কিছু কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, আর যে কর্ম্ম যখন অবশ হইয়া করিতে উদ্যত হই সেই কর্ম্মের মধ্যেও ব্রহ্ম জানিয়া করি এবং মন নিশ্চল করিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকি। ৩।

সকল কর্ম্ম আমি করি কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া করি, তন্নিমিত্ত আমি বদ্ধ নহি এইরূপ ভাব যে যোগীদের দেহেতে আছে তদ্রূপ সঙ্গের সংযোগ রহিত হইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থায় থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে রহিয়াছি। ৪।

কোন অর্থও নাই কোন অনর্থও নাই অর্থাৎ কোন রূপেতেও নাই বা কোন নিরাকারেও নাই, অথচ স্থিতিতে আছি কিম্বা গমন করিতেছি অথবা শয়ন করিয়া আছি, থাকা, যাওয়া, শোয়া সকল করিতেছি অথচ কিছুই করিতেছি না; কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি থাকাতে কিছু করিয়াও কিছু করি নাই, যেমত কোন ব্যক্তি নেশাতে মত্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করিয়া পরে নেশান্তে বলে কৈ আমিত কিছু করি নাই, তদ্রূপ এই প্রকার বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে আছি। ৫।

শয়ন করিলেও আমার কোন হানি নাই কারণ যখন দেখি তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থায় রহিয়াছি আর কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহার হানি হইতেছে বলিয়া বোধ হইত, যখন কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্য ভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
ইতি যথাসুখসপ্তকং নাম ত্রয়োদশপ্রকরণম্।

চতুর্দ্দশ প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসরণো হি সঃ ॥ ১ ॥

নাই, তখন আমার কোন হানি নাই, কোন বিষয়ের সিদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে যত্নবান হইতাম, যখন কোন সিদ্ধিরই ইচ্ছা নাই এবং সিদ্ধি হইলে যে উল্লাস প্রাপ্ত হইব তাহারও ইচ্ছা নাই ইহা সব পরিত্যাগ করিয়া (যে পরিত্যাগ আপনাআপনি হইয়াছে) এইরূপ অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে আছি। ৬।

সুখ দুঃখের অনিয়ম দেখিতেছি, এইরূপ সুখ দুঃখ অনেকরূপ হয় দেখিয়া, শুভ এবং অশুভ দুই ত্যাগ করিয়া (যে ত্যাগ ক্রিয়া করিতে করিতে আপনাপনি হয়) এইরূপ অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে আছি। ৭।

এই যথা সুখ সপ্তক নামক ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

জনক কহিলেন। পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি অহংকার ইহাতে ক্রিয়া যাহার চিত্ত শূন্যে থাকে, আর যে কেহ প্রকৃষ্টরূপে মত্ত সে সদা সর্ব্বদাই নিদ্রিত বোধিতের ন্যায় সংসারের ভাবের ভাবনাতে শূন্যের মতন দেখে নিদ্রিত বোধিতের ন্যায় সে সংসারের বাসনা বিরহিত হয়। ১।

ক ধনানি ক মিত্রাণি ক মে বিষয়দস্যবঃ।
ক শাস্ত্রং ক চ বিজ্ঞানং যদা মে গলিতা স্পৃহা ॥ ২ ॥
বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তয়ে মম ॥ ৩ ॥
অন্তর্ব্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে ॥ ৪ ॥
ইতি শান্তিচতুষ্কং নাম চতুর্দ্দশপ্রকরণম্।

পঞ্চদশ প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥ ১ ॥

ধন, মিত্র এবং অসার বিষয় কোথায়, আর শাস্ত্র ও বিজ্ঞানই বা কোথায়, যখন আমার ইচ্ছা গলিয়া গিয়াছে। ২।

সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বরকে জানিলাম; বদ্ধ হইবার কি মোক্ষ হইবার আশা নাই; তন্নিমিত্ত মুক্তি হইবার কোন চিন্তা নাই। ৩।

ভিতরেতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, এইরূপ শূন্য ভাবিত ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন এই এক বিচিত্র দশা যাহার হইয়াছে সেইরূপ লোকই জানে। ৪।

এই শান্তি চতুষ্টয় নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

অষ্টাবক্র কহিলেন। সত্ত্বগুণে যাহার বুদ্ধি আছে তিনি কোন এক উপদেশে কৃতার্থ হইতে পারেন, আর যিনি চিরকাল জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনি মুগ্ধ হন। ১।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ২ ॥
বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকং জড়ালসম্ ।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥ ৩ ॥
ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন বা ভবান্ ।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥ ৪ ॥
রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন ।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃ সুখং চর ॥ ৫ ॥

যাঁহার বিষয়ে শত্রুতা ভাব আছে তিনি মুক্ত যাঁহার বিষয়ের রস বোধ আছে তিনি বদ্ধ, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর। ২।

যিনি অনেক কথা কন অর্থাৎ যিনি বাকচতুর, আর যিনি প্রাজ্ঞ, এবং মহোদ্যোগী, মূক, জড়, অলস এক একে করে অর্থাৎ বাকচতুরকে মূক করে, প্রাজ্ঞকে জড় করে, আর মহোদ্যোগীকে অলস করে। তত্ত্বের বোধ হইলে এইরূপ হয় অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইলে হয়। অতএব বিষয়াসক্ত সকল ব্যক্তি এই ব্রহ্ম পদ হইতে বিরত থাকে। ৩।

তুমি দেহ নহ এবং তোমার দেহ নহে, তুমি ভোক্তা নহ, কর্ত্তাও নহ, চিদ্রূপ কূটস্থের স্বরূপ, সদা সাক্ষিস্বরূপ, নিরপেক্ষ স্বরূপ, ব্রহ্মে সুন্দররূপ চরণ কর। ৪।

যখন কোন ইচ্ছা হয় সেই ইচ্ছার পূরণ না হইলে দ্বেষ হয়, রাগ আর দ্বেষ দুইই মনের ধর্ম্ম; কিন্তু মন যে সে তোমার নয়, মনেতে হাঁ এবং না দুই নাই. অর্থাৎ সেই মনই নির্বিকল্প হইতেছে। মন আত্মাতে মিলিয়া, আত্মার যখন বোধ হয় সেই বোধ হইবার লক্ষণ; এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেরূপ স্থিতিবোধ সেইরূপ স্থিতি অথচ সূক্ষ্মরূপে চলিতেছে, সব ক'রে অথচ কিছু করে না, কোন দিকে মন ইচ্ছা পূর্ব্বক লইয়া যায় না এইরূপ নির্বিকার হইয়া সুন্দররূপে ব্রহ্মেতে চরণ কর। ৫।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥
শ্রদ্ধৎস্ব তাত শ্রদ্ধৎস্ব নাত্র মোহং কুরু প্রভো।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

তোমার যে আত্মা সেই আত্মাই সকল ভূতেতে আছেন সুতরাং সকল ভূতের আত্মা তো[illegible] আত্মাতে আছে, তুমিই সর্ব্ব আত্মাময় জগন্নাথ হইতেছ। এইটি বিশেষরূপ জানিয়া অর্থাৎ একই আত্মা সকল ভূতে থাকায় আত্ম জ্ঞান হইলে সকল ভূতের মধ্যে যখন যাহা হয় সকলি নিজের মনের ভাব জানার মতন সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। আর সর্ব্বজ্ঞ যিনি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ করিয়া সকল ভূতের গুণ ও ক্রিয়া জানিতে পারেন এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগে যে ফল তাহাও জানেন। সর্ব্ব শক্তিমান যিনি সকল কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা রাখেন এইটি অনিচ্ছার ইচ্ছার দ্বারায়, গাঢ় ক্রিয়া দ্বারায় অণুর অণু যখন আপনাকে জানি তখন আর তোমার অহংকার কোথায়, কার্য্যেই তুমি নিরহংকার হইলে, তুমি যখন কিছু নও তখন তোমার কিছু নয় এইরূপ সুন্দর ব্রহ্ম হও। ৬।

এই বিশ্ব সংসার সমুদ্রের ঢেউর মতন তরঙ্গ অর্থাৎ একবার হইতেছে ও একবার যাইতেছে এই দেখিয়া তোমার ক্লেশ বোধ হইতেছে সেই সব যাহা দেখিতেছ সে তুমিই হইতেছ, তুমি না থাকিলে বিশ্বসংসারই নাই, [illegible] চিন্মূর্ত্তি কূটস্থের স্বরূপ হইতেছ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এই জানিয়া ক্লেশ হইতে রহিত হও। ৭।

তুমি কূটস্থস্বরূপ তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারম্বার বলিতেছি তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারম্বার বলিবার তাৎপর্য্য যে শ্রদ্ধাই ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেছে; এই শ্রদ্ধা হইতে মোহিত হইও না, কারণ তুমিই কূটস্থ প্রভুর স্বরূপ

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি॥ ৯॥
দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক্ব বৃদ্ধিঃ ক্ব চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ॥ ১০॥
ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ॥ ১১॥
তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥ ১২॥
একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতঃ কর্ম্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ॥ ১৩॥

হইতেছ, এইরূপ জ্ঞান স্বরূপ ভগবান আত্মা তুমিই হইতেছ, এবং তুমি পঞ্চ তত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহংকারের পর হইতেছ। ৮।

এই দেহ গুণ বিশিষ্ট হইতেছে, কত রকম নাচ আর কাচেতে বেষ্টিত, এই দেহ কিছুদিন রহিয়াছে, যাচ্ছে এবং আসিতেছে, আত্মা স্থিরভাবে রহিয়াছেন, তিনি না যান না আসেন, তুমি কেন আপনারি নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছ। ৯।

কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই দেহ থাকুক বা আজই এই দেহ যাক, তোমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তুমিত কূটস্থ চিন্মাত্র স্বরূপ হইতেছ। ১০।

তোমার অনন্ত মহাসমুদ্রের সংসার রূপ ঢেউ স্বভাবত হইতেছে, একবার হইতেছে একবার যাইতেছে তোমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ১১।

বৎস! তুমিত চিন্মাত্র কূটস্থস্বরূপ, তুমি জগন্ময়, তোমা ছাড়া জগৎ নয়, অতএব এই ভাল মন্দ বলিয়া যে কল্পনা করিতেছ তাহা কাহার? কি প্রকার, আর কোথায় বা? যখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং হইতেছে তখন ত ভাল মন্দ কিছুই নাই। ১২।

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া গিয়াছে এক হইয়া গেলেই

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথগ্‌ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্‌ ॥ ১৪ ॥
অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসংকল্পঃ সুখী ভব ॥ ১৫ ॥
তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারীচ কশ্চন ॥ ১৬ ॥
ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি ॥ ১৭ ॥
এক এব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখং চর ॥ ১৮ ॥

অক্ষয় অবিনাশী, শান্ত চিদাকাশ, অমর, তুমিই হইতেছ, তোমার আবার জন্ম, কর্ম্ম ও অহংকার কোথায়? ১৩।

যাহা তুমি দেখিতেছ সকলি ত এক ব্রহ্ম; যেমন স্বর্ণ একই, অলঙ্কার গঠন ভেদ মাত্র। ১৪।

এই আমি, উহা আমি নহি এই বিভাগকে ত্যাগ কর, সবই আমি এইটি নিশ্চয় করিয়া নিঃসঙ্কল্প হইয়া সুন্দররূপ ব্রহ্ম হও। ১৫।

তোমাতে তুমি না থাকাতেই এই বিশ্বসংসার আর তোমাতে তুমি থাকিলেই তুমি পরমার্থস্বরূপ; তোমা ছাড়া অন্য কিছুই নাই, তুমিই সংসারী আর তুমিই অসংসারী; তুমি অন্য দিকে মন দিলে সংসারী আর তোমাতে তুমি থাকিলে অসংসারী হইতেছ। ১৬।

এই বিশ্ব সংসার কেবল ভ্রমমাত্র হইতেছে; ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও ইহা কিছুই নয়। ইহা কেবল তোমার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, ইচ্ছা রহিত হইলে তোমার মনের স্ফূর্ত্তি হইবে, এ জগৎ সংসার কিছু নহে, কারণ সবই ব্রহ্মময়; ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নাই, তুমি ইচ্ছা কাহার করিবে, সব ব্রহ্মময় জ্ঞান হইলে সাম্যতাকে প্রাপ্ত হইল। ১৭।

একই ব্রহ্ম স্বরূপ ভবসংসার সমুদ্র হইতেছে ইহাই ছিল, আছে ও

মা সংকল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥ ১৯ ॥
ত্যজ ধ্যানং হি সর্ব্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্ত এবাসি কিং বিমৃষ্য করিষ্যসি ॥ ২০ ॥
ইতি তত্ত্বোপদেশবিংশকং নাম পঞ্চদশপ্রকরণম্।

ষোড়শ প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১ ॥

হইবে। তোমার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই এইরূপ কৃতকৃত্য হইয়া সুখে বিচরণ কর। ১৮।

চিন্ময় কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক তুমি হইতেছ, তোমাকে আমি বলিতেছি তুমি সংকল্প বিকল্প দ্বারা কেন ক্ষোভমান হইতেছ? এই ক্ষোভকে উপশমন করিয়া সংকল্প বিকল্প ছাড়িয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাক; সেই ব্রহ্মে থাকিয়া আত্মানন্দ ভোগ কর। ১৯।

সর্ব্বত্রের ধ্যান কিছুই হৃদয়ে ধারণা করিও না, তুমি আত্মা, তুমি মুক্ত, তুমি চিন্তা করিয়া কি করিবে?। ২০।

এই তত্ত্ব উপদেশ নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

ষোড়শ প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। তুমি হাজার শাস্ত্র পড় কিম্বা শুন, তোমার স্বাস্থ্য, সব বিস্মরণ না হইলে হইবে না, আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলে বিস্মরণও হয় না। ১।

ভোগং কর্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্ব্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥ ২ ॥
আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্ ॥ ৩ ॥
ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥
বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

তুমি ভোগকর্ম্মসমাধিবিজ্ঞ হইয়া যাহা কিছু কর, চিত্ত আশা রহিত না হইলে কিছুই হইবে না। ২।

ইচ্ছা করাতেই দুঃখ হয় কিন্তু এ কেহই জানে না, যে ব্যক্তি এই উপদেশের দ্বারা নির্বৃতিকে পায়, সেই ধন্য। ৩।

কোন প্রকার ব্যাপার করিতে ক্ষিদ্যমান হয় এবং চক্ষের নিমেষ ফেলিতে এবং চক্ষের নিমেষ তুলিতেও ইচ্ছা করে না, এমত যে ব্যক্তি সেই সুধীর, আলস্যে হইতেছে, সেই সুন্দরস্বরূপ ব্রহ্মেতে আছে, তাহার তুল্য অন্য কেহ সুখী নহে। ৪।

এই কর্ম্ম করা হইয়াছে আর এই কর্ম্ম করা হয় নাই এইরূপ দ্বন্দ্ব চিন্তা যখন নাই তখনই মোক্ষ, তখন ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষেতে নিরপেক্ষ হয়। ৫।

যিনি বিরক্ত তিনি বিষয়কে দ্বেষ করিতেছেন, আর যিনি অনুরাগী তিনি বিষয়ের লোভ করিতেছেন, গ্রহণ আর ত্যাগ এই দুই রহিত যে ব্যক্তি তিনি বিরক্ত নহেন আর রাগবান নহেন, ইহা যাহার হইয়াছে তিনি বুঝিতে পারেন নতুবা এরূপ বলাতে বা এরূপ লিখাতে কেহ বুঝিতে পারিবে না। ৬।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥
প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবৎ ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥
হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে ॥ ৯ ॥
যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ ॥ ১০ ॥

যে পর্য্যন্ত ভালমন্দর বিচার এবং ইচ্ছা রহিয়াছে সে পর্য্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির সংসাররূপ গাছের অঙ্কুর আছে, অতএব ভালমন্দর বিচার ও ইচ্ছা রহিত হওয়াতে যে দশা হয় সেই আস্পদ হইতেছে। সে বিচিত্র দশা হইতেছে। ৭।

কোন দিকে মন দিলে অনুরাগ হয়, সেই অনুরাগকে দ্বেষ করিলে নিরনুরাগ অর্থাৎ নিবৃত্তি বলা যায়, এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইতে মন যাওয়ায় দ্বন্দ্ব হয়, এই দুই রহিত হইয়া বুদ্ধিমান যিনি তিনি বালকের এই দশা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ কিছুতেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা করেন না। দুয়ের বাহির যেমত হইয়া উঠে তাহাই করেন, এই এক বিচিত্র দশা হইতেছে। ৮।

দুঃখ নিবারণের জন্য যিনি সংসারকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চান, অন্যত্রে যাইলে সুখ পাইব এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে তিনি বদ্ধ; এই সংসারে থাকিয়া যিনি ইচ্ছা রহিত হয়েন তাহার কোন দুঃখ নাই। ৯।

যাহার ঐরূপ অভিমান আছে যে আমি মুক্ত হইয়াছি অথচ দেহেতে মমতা রহিয়াছে, সে জ্ঞানীও নয়, সে যোগীও নয়, সে কেবল দুঃখের ভাগী হইতেছে। ১০।

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ব বিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥
ইতি বিশেষোপদেশৈকাদশকং নাম ষোড়শপ্রকরণম্।

সপ্তদশ প্রকরণম্।

অষ্টাবক্র উবাচ।

তেন জ্ঞানফলংপ্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ ॥ ১ ॥
ন কদাচিৎ জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতে।
যত্র একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ ॥ ৩ ॥

ইচ্ছা রহিত না হইলে হরি, শিব, ব্রহ্মা যদ্যপি সাক্ষাতে তোমাকে উপদেশ করেন তবুও তোমার স্বাস্থ্য হইবে না। ১১।

বিশেষোপদেশ নামক একাদশ ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত।

সপ্তদশ প্রকরণ।

অষ্টাবক্র বলিতেছেন। যাহার মন সেই জ্ঞান এবং যোগাভ্যাসের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তৃপ্ত আছে সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ হইতেছে। নিত্যই একাকী সে রমণ করিতেছে। ১।

জগতে যাহার এক ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে সে কখনই ক্ষিদ্যমান হয় না; তাহার ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল এক ব্রহ্মেতেই রহিয়াছে। ২।

সল্লকী পল্লব ভক্ষণ করিতে হস্তিশাবকেরা যেরূপ প্রীত হয়; সেইরূপ নিম্ব পল্লব খাইতে প্রীত হয় না। ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত যে সকল ব্যক্তি তাহারা বিষয়ানন্দে তদ্রূপ প্রীতি বোধ করে না। ৩।

যস্তু ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদ্দুর্লভঃ॥ ৪॥
বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ॥ ৫॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা নহি॥ ৬॥
বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাৎ ধন্য আস্তে যথাসুখম্॥ ৭॥
কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেন ত্বেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্॥ ৮॥
শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্ব্বা ক্ষীণসংসারসাগরে॥ ৯॥

যাহার ভোগেতে ইচ্ছা নাই, অভোগেরও আকাঙ্ক্ষা নাই এইরূপ ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ। ৪।

ভোগ করিতে ইচ্ছুও মুক্ত হইতেও ইচ্ছু এইরূপ লোকই এসংসারে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগ আর মোক্ষের ইচ্ছা করেন না এমন লোক বিরল, তিনি মহাশয়। ৫।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন, মরণ, ভাল-মন্দ তিনিই সকলেতে সমান, এমত কোন উদাহরণ চিত্তের হইতেছে। ৬।

এসংসার বিলয় হইয়া যাক্ এরূপও ইচ্ছা করেন না এবং ইহা যেরূপ আছে তাহাতেও দ্বেষ করেন না, যেমত জীবিকা আছে তাহাই খেয়ে পরে থাকেন এমত ব্যক্তি ধন্য এবং সুখী। ৭।

এই উপর্য্যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা যাহার বুদ্ধি এবং কর্ম্ম হইতে কৃতার্থতা হইয়াছে সে ব্যক্তি যথা সুখে দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে এবং খায়। অর্থাৎ তিনি সমস্ত করিয়া কিছু করেন না। ৮।

তিনি অর্থাৎ উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি যাহা কিছু দেখেন সে বৃথাই তাঁহার দৃষ্টি;

ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সর্ব্বত্র বাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে॥ ১১ ॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্নন্ বদন্ ব্রজন্।
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্তএব মহাশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্নাতি মুক্তঃ সর্ব্বত্র নীরসঃ ॥ ১৩ ॥

কারণ তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে ব্রহ্মে রহিয়াছে এবং ইন্দ্রিয় সকলের চেষ্টা বিফল হইতেছে, কারণ তাঁহার দৃষ্টি ব্রহ্মেতে রহিয়াছে এই সংসারে তাহার কোন বিষয়ের বিরক্তি ও ইচ্ছা নাই। ৯।

তিনি জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, তাঁহার চক্ষু উন্মীলিতও নহে, মীলিতও নহে। হায়! হায়! এরূপ পরম দশা কোন মুক্ত চিত্তের হয়, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা; যাহার হইয়াছে সেই জানে। ১০।

সেই উপর্য্যুক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বত্রে স্বস্থ দেখিতে পাইবে এবং সর্ব্বত্রে বিমলাশয় অর্থাৎ সরল এবং ইচ্ছা রহিত সর্ব্বত্রে বিরাজমান। ১১।

ঐ উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি, যিনি দেখেন, শুনেন, হর্ষ করেন, শুঁকেন, খান, গ্রহণ করেন, বলেন, চলেন, সমস্ত কার্য্যই করেন, ইচ্ছা রহিত হইয়া, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই মহাশয় হইতেছেন। ১২।

ঐ উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি তিনি নিন্দা ও স্তব কাহারও করেন না; হর্ষিতও হন না, কুপিতও হন না, কাহাকেও কিছু দেন না, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না, এমত যে ব্যক্তি তিনি মুক্ত, তাঁহার কোন বিষয়ে এবং সর্ব্বত্রে রস নাই, কারণ তাঁহার সাধারণ সংসারের রসকে অরস বলিয়া বিবেচনা হইয়া গিয়াছে যখন তিনি সব রসের রস যে ব্রহ্ম তাঁহাকে পাইয়াছেন ও তদ্রূপ হইয়াছেন। ১৩।

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥ ১৪॥
সুখে দুঃখে নরে নার্য্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ১৫॥
ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে॥ ১৬॥
ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে॥ ১৭॥
সমাধানাসমাধান-হিতাহিতবিকল্পনাঃ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিব সংস্থিতঃ॥ ১৮॥

অনুরাগী স্ত্রীকে দেখিয়া কিম্বা মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া বিহ্বল হয়েন না; কারণ আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আছেন, এমত যে ব্যক্তি তিনি মুক্ত এবং মহাশয় হইতেছেন। ১৪।

সুখে এবং দুঃখে, নরে এবং নারীতে, সম্পদে এবং বিপদে বিশেষ নয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির থাকিয়া ধীর যে ব্যক্তি সর্ব্বত্রে সমানরূপ দেখেন। ১৫।

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি সমানরূপ সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দেখায় হিংসাও থাকে না, করুণাও থাকে না, বড়মানষীও তাঁহার নাই, হীনতাও তাঁহার নাই, কোন বিষয়ের আশ্চর্য্যতাও নাই, আর কোন বিষয়ের ক্ষোভ নাই অর্থাৎ কিছুই নাই। ১৬।

তিনি মুক্তও নন এবং বিষয়কে দ্বেষও করেন না এবং বিষয়ে লোভ করেন না, অর্থাৎ সব আছে কিন্তু আসক্তি রহিত, প্রাপ্ত হইলে ভোগ করেন, অপ্রাপ্ত হইলেও ভোগ করেন। ১৭।

কোন একটি কার্য্য সমাধান হইলে যেরূপ এবং না সমাধা হইলে সেইরূপ কোন হিত হইলে বা অহিত হইলে বিকল্প কিছুতেই হয় না, কারণ তাহার চিত্ত শূন্য-ব্রহ্মে রহিয়াছে, কেবল ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিতসর্ব্বাশঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি ন ॥ ১৯ ॥
মনঃপ্রকাশসংমোহ-স্বপ্নজাড্যবিবর্জ্জিতঃ।
দশাং কামপি সংপ্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ ॥ ২০ ॥
ইতি তত্ত্বজ্ঞস্বরূপবিংশতিকং নাম সপ্তদশপ্রকরণম্।

অষ্টাদশ প্রকরণম্

যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১ ॥

কোন বিষয়ে সম্যক প্রকারে স্থিতি হয় না কেবল আপনাপনি আপনাতে সম্যক প্রকারে স্থিতি হইয়া রহিয়াছে। ১৮।

আমি কিছু নহি আমারও কিছু নয় ক্রিয়ার পর অবস্থা এই নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছেন যিনি তাঁহার সব আশাই গলিত হইয়া গিয়াছে, তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না। ১৯।

মনের যে প্রকাশ এবং মোহ, স্বপ্ন ও জাড্য এ বিশেষরূপে বর্জ্জিত হইয়াছে। এইরূপ বিচিত্র দশা সম্যক প্রকারে যাহার প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার মন ব্রহ্মেতে গলিত হইয়া গিয়াছে। ২০।

এই তত্ত্বজ্ঞস্বরূপ নামক সপ্তদশ প্রকরণ।

অষ্টাদশ প্রকরণ—শান্তিশতক।

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা হয় তখন স্থিতিতে সূক্ষ্মরূপে গতি বোধ হয়, যে পর্য্যন্ত এই অবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত স্বপ্নের ন্যায় ভ্রম বোধ করেন, সেই ব্রহ্মের বোধোদয় হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় এইরূপ বোধ হয়। আমি নাই এবং আমিও সেই ব্রহ্ম এমনতর সুখের যে একরূপ অবস্থা ব্রহ্মে

অর্জ্জয়িত্বাখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ।
ন হি সর্ব্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখীভবেৎ ।। ২ ।।
কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ ।
কুতঃ প্রশমপীযুষধারাসারমৃতে সুখম্ ।। ৩ ।।
ভবোঽয়ং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ ।
নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবিনাম্ ।। ৪ ।।
ন দূরং ন চ সংকোচাল্লব্ধমেবাত্মনঃ পদম্ ।
নির্ব্বিকল্পং নিরায়াসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।। ৫ ।।
ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ ।
বীতশোকা বিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ।। ৬ ।।

লীন হইলে যখন শান্তিপদকে পায় এবং সব তেজের যে তেজ তাহাতে প্রকাশ হয় এইরূপ অবস্থাকে আমি নমস্কার করি। ১ ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এবং ভাল ভাল ভোগ করিয়াও সব অন্তর থেকে পরিত্যাগ না হইলে কেহ সুখী হয় না। ২ ।

সংসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্বরূপ দুঃখ তাহার সূর্য্যের স্বরূপ জ্বালার দ্বারায় অন্তরাত্মা দগ্ধ হইয়াছে এমত ব্যক্তির ক্রিয়ার পর অবস্থা অমৃত দ্বারা ব্রহ্মে থাকা ব্যতীত সুখ কোথায় ? ৩ ।

এই ভবসংসার ভাবনা মাত্র হইতেছে, পরমার্থ কিছুই নাই, স্বভাবেতে থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে তাহার কোন অভাব থাকে না, ভাব এবং অভাব কেবল চিন্তাযুক্ত জীবের কল্পনা মাত্র। ৪ ।

আত্মা দূরে নাই আর নিকটে থাকায় কোন লাভ বলিয়া আত্মার পদকে বোধ হয় না, এই নির্ব্বিকল্প অনায়াস লভ্য, এমত নির্ব্বিকাররূপ নিরঞ্জন হইতেছেন। ৫ ।

মোহ হইতে বিরত হইলে স্বরূপমাত্র রূপব্রহ্ম হন, এইরূপ হইলে সব ক্লেশ পরিত্যাগ হয়, কারণ ব্রহ্মে থাকায় দৃষ্টির কোন আবরণ থাকে না। ৬ ।

সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ।
ইতি বিজ্ঞায় ধীরো হি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥ ৭ ॥
আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ কল্পিতৌ।
নিষ্কামঃ কিং বিজানাতি কিং ব্রূতে চ করোতি কিম্ ॥ ৮ ॥
অয়ং সোঽহময়ং নাহম্ ইতি ক্ষীণা বিকল্পনাঃ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীংভূতস্য যোগিনঃ ॥ ৯ ॥
ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥ ১০ ॥
স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্ব্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ ॥ ১১ ।

যত কিছু দেখা যাইতেছে সমুদায় কল্পনামাত্র, আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত এইরূপ জানিয়া ধীর হও, বালকের মতন অভ্যাস কি করিতেছ? ৭।

ভাব এবং অভাব দুই কল্পনা মাত্র, আত্মাই ব্রহ্ম এই নিশ্চিত কর, আর নিষ্কাম অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া থাক, কিছু জানিবার আবশ্যক নাই, কিছু বলিবার আবশ্যক নাই এবং কিছু করিবার আবশ্যক নাই। ৮।

যাঁহারা যোগী তাঁহারা এই আমি আর এই আমি নই এইরূপ বিকল্প ক্রিয়ার পর অবস্থাতে রহিত হইয়া, সব আত্মাময় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। ৯।

[illegible]র পর অবস্থায় শান্ত যোগীর বিক্ষেপও নাই একাগ্রতাও নাই, অতিশয় বোধ নাই, মূর্খতা নাই, সুখ বা দুঃখ নাই। ১০।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যোগীর আপনার রাজত্ব বা ভিক্ষাবৃত্তি, লাভ আর অলাভে, জনে বা বনে নির্ব্বিকল্প স্বভাব বশতঃ কোন বিশেষ বোধ হয় না অর্থাৎ যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় সুখী। ১১।

ক ধর্ম্মঃ ক চ বা কামঃ ক চার্থঃ ক বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১২ ॥
কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথাজীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৩ ॥
ক মোহঃ ক চ বা বিশ্বং ক চ ধ্যানং ক মুক্ততা।
সর্ব্বসংকল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্ব্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৫ ॥
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে যোগী থাকেন তাহার কর্ম্মই বা কি? ইচ্ছাই বা কি? অর্থই বা কি? আর বিবেকতাই বা কি? এই কর্ম্ম করা হইয়াছে আর এই কর্ম্ম করা হয় নাই এই দ্বন্দ্ব হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন। ১২।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে জীবন্মুক্ত যে যোগী তাহার এইরূপ ধরণ হয় যে কিছুই করি নাই; এবং কিছু করিব এরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না, তিনি কোন রূপে যেমত হইয়া উঠে তাহাতেই জীবনধারণ করেন। ১৩।

বিশ্বই বা কি, মোহই বা কিসের, ধ্যানই বা কি, মুক্তি বা কি? এ সকলি সীমাবিশিষ্ট সংকল্প হইতেছে, ইহা হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থা কোন বিশ্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি হইতেছেন। ১৪।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পূর্ব্বে যিনি এই বিশ্ব সংসার দেখিয়াছিলেন তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হওয়ায় তিনিই নাই এইরূপ যাহার হইয়াছে তিনি না থাকায় বাসনা কে করিবে? তিনি জগন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতেছেন, যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই তখন তিনি দেখিয়াও দেখিতেছেন না। ১৫।

যিনি পর ব্রহ্ম দেখিয়াছেন, তিনি আমি ব্রহ্ম এই বলিয়া চিন্তা করেন, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তখন আমি নাই, যখন আমি নাই তখন আর কিসের

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে ত্বসৌ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎ করোতি কিম্॥ ১৭॥

ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি॥ ১৮॥

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যাপি কুর্ব্বতা॥ ১৯॥

চিন্তা করিব? সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমিই অদ্বিতীয়, আমাভিন্ন আর কিছু দেখি না। ১৬।

যাহার আত্মা অন্য কিছু দেখিয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয় সেই নিরোধ করিবার চেষ্টা করে, যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া উদারচিত্ত হইয়াছে তাহার মন কোন দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না, অতএব কোন সাধনা সে করে না; কারণ সর্ব্বদা সাধন করাতে যে ভাব হয় সেই ভাবই সর্ব্বদা হৃদয়ে স্থিতি করিতেছে; তিনি আর কি করিবেন? কারণ প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা যে পর্য্যন্ত প্রাপ্তি না হয়, যাহার প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার আর চেষ্টা করিবার আবশ্যক থাকে না। ১৭।

এইরূপ উপর্য্যুক্ত অবস্থাবিশিষ্ট লোক যিনি ধীর হইতেছেন তিনি লোকের ন্যায় এই সংসারে আসক্তি রহিত হইয়া বর্ত্তমান আছেন তাহার আর কোন সমাধিরও জন্য চেষ্টা নাই, তাহার কোনরূপ মনের বিক্ষেপ নাই, এবং তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন, আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় কেবল স্বরূপে আসিতেছে ও যাইতেছে তাহাতেই আছেন। ১৮।

যিনি পণ্ডিত তিনি কোন দিকে মন দিয়া ভাব করেন না এবং সেই ভাব যাহাতে না থাকে তাহারও চেষ্টা করেন না, এই ভাবাভাব বিহীন যে ব্যক্তি তিনিই সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তৃপ্ত থাকেন ও বাসনা রহিত হয়েন, তিনি লোকদেখান কিছু করিলেও কিছু করেন না। ১৯।

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্‌॥ ২০ ॥
নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ॥ ২১ ॥
অসংসারস্য তু ক্বাপি ন হর্ষো ন বিষাদিতা।
অশীতলমনা নিত্যং বিদেহ ইব রাজতে॥ ২২ ॥
কুত্রাপি ন জিহাসাস্তি নাশো বাপি ন কুত্রচিৎ।
আত্মারামস্য ধীরস্য শীতলাচ্ছতরাত্মনঃ॥ ২৩ ॥
প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তস্য কুর্ব্বতোঽস্য যদৃচ্ছয়া।
প্রাকৃতস্যেব ধীরস্য ন মানো নাবমানিতা॥ ২৪ ॥

যিনি ধীর হইতেছেন তিনি কিছুতে মন প্রবৃত্তি করেন না এবং নিবৃত্তিও করেন না, যখন যে কর্ম্ম আসিয়া পড়ে তখন সেই কর্ম্ম করিয়া তবে স্থির হন এবং সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকেন। ২০।

কোন ইচ্ছা নাই যে এই হউক এবং কোন বিষয়ের অবলম্বনও নাই যে এইটি লইয়া থাকিব। স্বচ্ছন্দ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন যাঁহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সব চেষ্টাই করেন, যেমত একটি শুষ্ক পত্র বায়ুর দ্বারা যথাতথা উৎক্ষিপ্ত হয় সেইরূপ কোনকার্য্য বশতঃ সমুদায় কর্ম্ম সংস্কারের দ্বারাই করেন্। ২১।

সংসারে থাকিয়াও শুষ্কপত্রের ন্যায় অসংসারী ব্যক্তির কোন হর্ষও নাই বিষাদও নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া নিত্যই সুশীতল মন, দেহ থাকিয়া বিদেহ হইতেছে এইরূপ বিরাজমান থাকেন। ২২।

কোন বিষয়ের প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন না এবং কোন বিষয়ের নাশেরও ইচ্ছা করেন না যাঁহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মারাম সুশীতল থাকে। ২৩।

যাহার প্রকৃতি শূন্য ব্রহ্মেতে চিত্ত সর্ব্বদা থাকে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন তাঁহার মানও নাই অপমানও নাই। ২৪।

কৃতং দেহেন কর্ম্মেদং ন ময়া শুদ্ধচারিণা।
ইতি চিন্তানুরোধী যঃ কুর্ব্বন্নপি করোতি সঃ॥ ২৫

অতদ্বাদীব কুরুতে ন ভবেদপি বালিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ সুখী শ্রীমান্ সংসরন্নপি শোভতে॥ ২৬॥

নানাবিচারসুশ্রান্তো ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
ন কল্পতে ন জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি॥ ২৭॥

অসমাধেরবিক্ষেপান্ন মুমুক্ষুর্ন চেতরঃ।
নিশ্চিত্য কল্পিতং পশ্যন্ ব্রহ্মৈবাস্তে মহাশয়ঃ॥ ২৮

যস্যান্তঃ স্যাদহঙ্কারো ন করোতি করোতি সঃ।
নিরহঙ্কারধীরেণ ন কিঞ্চিদকৃতং কৃতম্॥ ২৯॥

এ কর্ম্ম দেহেতে করিয়াছে আমি কিছু করি নাই আমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যাহার ধারণা আছে তিনি করিয়াও করেন না। ২৫।

যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিশ্রান্তি আপনাপনি আইসে তখন ধীর ও নানা বিচার হইতে সুশ্রান্ত, সুন্দররূপ ব্রহ্মেতে থাকায় জীবন্মুক্ত, সব কর্ম্ম করেন, করিয়াও বালকের ন্যায়, আত্মজ্ঞানে স্থিত হইয়া থাকেন। ২৬।

উপরি উক্ত ব্যক্তির ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া কোন কল্পনাও নাই এবং জানা, শুনা ও দেখাও নাই। ২৭।

সমাধি ও বিক্ষেপ রহিত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ও অন্যদিকে মন [illegible] এই দুই যাহার রহিত হইয়াছে তিনি মোক্ষপদেরও ইচ্ছা করেন না, তিনি নিশ্চিত, কল্পিত সব দেখিয়া ব্রহ্মেতে থাকেন, এমত যে ব্যক্তি তিনিই মহাশয় হইতেছেন। ২৮।

যাহার মনের মধ্যে অহঙ্কার আছে তিনি সংসারের সব কর্ম্ম না করিয়াও করেন, আর নিরহঙ্কারী ধীর ব্যক্তি কিছুই করেন না। ২৯।

নোদ্বিগ্নং ন চ সন্তুষ্টমকর্ত্তৃ স্পন্দবর্জ্জিতম্।
নিরাশং গতসন্দেহং চিত্তং মুক্তস্য রাজতে ॥ ৩০ ॥
নির্ধ্যাতুং চেষ্টিতুং বাপি যচ্চিত্তং ন প্রবর্ত্ততে।
নির্নিমিত্তমিদং কিন্তু নির্ধ্যায়তি বিচেষ্টতে ॥ ৩১ ॥
তত্ত্বং পদার্থমাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢ়তাম্।
অথবা যাতি সঙ্কোচসংমূঢ়ঃ কোঽপি মূঢ়বৎ ॥ ৩২ ॥
একাগ্রতা নিরোধো বা মূঢ়ৈরভ্যস্যতে ভৃশম্।
ধীরাঃ কৃত্যং ন পশ্যন্তি স্বপ্নবৎ স্বপদে স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
অপ্রযত্নাৎ প্রযত্নাদ্বা মূঢ়ো নাপ্নোতি নির্বৃতিম্।
তত্ত্বনিশ্চয়মাত্রেণ প্রাজ্ঞো ভবতি নির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাঁহার চিত্ত মুক্ত হইয়াছে তিনি কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন না আর সন্তুষ্টও হন না, আপনাকে আপনি অকর্ত্তা বিবেচনা করিয়া স্পন্দন, আশা ও সন্দেহ বর্জ্জিত হয়েন। ৩০।

এই উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি যিনি ধ্যানও করেন না এবং কোন চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন না, আর নির্নিমিত্ত অর্থাৎ বিনা নিমিত্ত ধ্যান ও চেষ্টাও করেন যাহা আপনাপনি হয়। ৩১।

ক্রিয়ার পর অবস্থা, তত্ত্ব পদার্থ, প্রাপ্ত হইয়া মন্দ ব্যক্তি মূর্খের মতন হইয়া যায় অথবা সম্যকপ্রকার মূঢ় হইয়া সঙ্কোচিত মূঢ়ের ন্যায় সকলের নিকট হয়। ৩২।

এক দিকে মন করা অথবা অন্য দিকে মন যাইতেছে তাহা হইতে নিরোধ করা মূর্খ যাহারা তাহারা এইরূপ অভ্যাস করুক, যে ব্যক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া কর্ত্তব্য কিছুই দেখেন না কেবল হৃদয়ে স্ব[illegible]ন্যায় স্থিতিতে থাকেন। ৩৩।

মূর্খ যাহারা অপ্রযত্ন পূর্ব্বক বা প্রযত্ন পূর্ব্বক ক্রিয়া করিলে নিবৃত্তিকে পায় না ক্রিয়ার পর অবস্থা যে তত্ত্বাতীত তত্ত্ব নিশ্চয় মাত্রেই প্রাজ্ঞ যে ব্যক্তি তিনি নির্বৃত হন। ৩৪।

শুদ্ধং বুদ্ধং প্রিয়ং পূর্ণং নিষ্প্রপঞ্চং নিরাময়ম্।
আত্মানং তং ন জানন্তি তত্রাভ্যাসপরা জড়াঃ॥ ৩৫॥
নাপ্নোতি কর্ম্মণা মোক্ষং বিমূঢ়োঽভ্যাসরূপিণা।
ধন্যো বিজ্ঞানমাত্রেণ মুক্তস্তিষ্ঠত্যবিক্রিয়ঃ॥ ৩৬॥
মূঢ়ো নাপ্নোতি তদ্ব্রহ্ম যতো ভবিতুমিচ্ছতি।
অনিচ্ছন্নপি ধীরোঽপি পরব্রহ্মস্বরূপভাক্॥ ৩৭॥
নিরাধারগ্রহব্যগ্রা মূঢ়াঃ সংসারপোষকাঃ।
এতস্যানর্থমূলস্য মূলচ্ছেদঃ কৃতো বুধৈঃ॥ ৩৮॥
ন শান্তিং লভতে মূঢ়ো যতঃ শমিতুমিচ্ছতি।
ধীরস্তত্ত্বং বিনিশ্চিত্য সর্ব্বদা শান্তমানসঃ॥ ৩৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থা এই আত্মাই নির্ম্মল হইয়া শুদ্ধস্বরূপ এবং নিজবোধ রূপ যাহা ভিন্ন আর কিছুই প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, আত্মা জগন্ময়, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ নিষ্প্রপঞ্চ নিরাময়, ইহা না জানিয়া মূর্খ যাহারা তাহারা অভ্যাসপর হয় অর্থাৎ সর্ব্বদা অভ্যাস করে। ৩৫।

ইচ্ছা থাকিলে মোক্ষ হয় না, ক্রিয়ার অভ্যাস করাও ইচ্ছা হইতেছে, ক্রিয়া রহিত হওয়া যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা ভিন্ন হয় না যাহা মোক্ষ হইতেছে; ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তিমাত্রে মোক্ষ হয় এবং নিষ্ক্রিয় থাকে অর্থাৎ ইচ্ছার সহিত কোন কর্ম্ম করে না। ৩৬।

মূর্খ যাহারা তাহারা সেই ব্রহ্মকে পায় না। কেন পায় না? ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা থাকায়। ইচ্ছা রহিত ধীর ব্যক্তি পরব্রহ্মস্বরূপই আছেন। ৩৭।

অনবচ্ছিন্ন ইচ্ছাকারী মূর্খগণ কেবল সংসারেরই পোষক; এ সংসারে ইচ্ছাই অনর্থের মূল, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া পণ্ডিতেরা সেই ইচ্ছারূপ মূল ছেদন করেন। যাহা আপনাপনি হয়। ৩৮।

মূর্খ যাহারা তাহাদের শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ঐ ইচ্ছার জন্য শান্তি লাভ করিতে পারে না, যাঁহারা ধীর হইতেছেন তাঁহারা এই স্থির করিয়া অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া শান্ত মানসে থাকেন। ৩৯।

ক্বাত্মনো দর্শনং তস্য যদ্দৃষ্টমবলম্বতে ।
ধীরাস্তং তং ন পশ্যন্তি পশ্যন্ত্যাত্মনমব্যয়ম্‌ ॥ ৪০ ॥
ক্ব নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্বন্ধং করোতি বৈ ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদা সাবকৃত্রিমঃ ॥ ৪১ ॥
ভাবস্য ভাবকঃ কশ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভাবকোঽপরঃ ।
উভয়াভাবকঃ কশ্চিদেবমেব নিরাকুলঃ ।। ৪২ ।।
শুদ্ধমদ্বয়মাত্মানং ভাবয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ।
ন তু জানন্তি সংমোহাৎ যাবজ্জীবমনির্বৃতাঃ ।। ৪৩ ।।

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তির আত্মার দর্শন কি? কারণ আত্মাকে দেখিলেই অবলম্বন হইল। কিন্তু সেখানে ত কোন অবলম্বন নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় ধীর যাঁহারা তাঁহারা সে আত্মাকেও দেখেন না; কারণ আত্মা জগন্ময়, আমিও সেই আত্মা হইতেছি সুতরাং কে কাহাকে দেখে। ৪০।

যে কেহ আপনাপনি অন্তদিকে মন দিয়া নির্ব্বন্ধ হয় এমত যে মূর্খ তাহার আর নিরোধ কি প্রকারে সম্ভবে? জড়িয়া থাকে অথচ জড়িয়া থাকা হইতে রহিত থাকিতে ইচ্ছা করে, এই ইচ্ছা ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকাতে হয়; সুতরাং মনের ইচ্ছা জড়িয়া থাকা এবং কৃত্রিম লোক দেখান ইচ্ছা জড়িয়া না থাকা; কিন্তু ধীর যাঁহারা আত্মারামে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা অকৃত্রিমরূপে থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বদাই আটকিয়া থাকেন। যাহা আপনাপনি হয়। ৪১।

তিনগুণের অতীত হইয়াছে যে ভাব সেই ভাবের ভাবুক ক্রিয়ার পর অবস্থায় কেহ হয়, এইরূপ ভাবুকের পর আর কিছুই নাই কেহ দুই [illegible]তেই থাকে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে কোন বিষয়ের চিন্তা করেন না। ৪২।

কুবুদ্ধি যাহাদের তাহারাই শুদ্ধ অদ্বৈত আত্মাকে চিন্তা করে, সম্যক প্রকারে মোহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এইরূপ থাকে কিন্তু যে পর্য্যন্ত মনের বৃত্তির নিবৃত্তি না হয় সে পর্য্যন্ত কিছুই কিছু নয় তাহা জানে না। ৪৩।

মুমুক্ষোর্বুদ্ধিরালম্বমন্তরেণ ন বিদ্যতে।
নিরালম্বৈব নিষ্কামা বুদ্ধির্মুক্তস্য সর্ব্বদা ॥ ৪৪ ॥
বিষয়দ্বীপিনো বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ।
বিশন্তি ঝটিতি ক্রোড়ং নিরোধৈকাগ্র্যসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তুষ্ণীং বিষয়দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥ ৪৬ ॥
ন মুক্তিকারিকাং ধত্তে নিঃশঙ্কো মুক্তমানসঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭ ॥
যস্তশ্রবণমাত্রেণ শুদ্ধবুদ্ধির্নিরাকুলঃ।
নৈবাচারমনারম্ভৌদাস্যং বা প্রপশ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষীর বুদ্ধি স্থির হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন অবলম্বন থাকে না, যাহারা মুক্ত হয়েন তাঁহারা সর্ব্বদা নিরালম্বন সুতরাং নিষ্কাম। ৪৪।

বিষয়রূপ বাঘকে দেখিয়া, চকিত হইয়া শরণার্থী হয়েন, শীঘ্র সঙ্কোচিত হইয়া, আপন ক্রোড়ে আইসেন ও স্থির ভাবাপন্ন একাগ্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির থাকেন। ৪৫।

ঐ উপর্য্যুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিষয়রূপ মত্ত হস্তী নির্বাসনার স্বরূপ সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করে, যদি পলায়ন না করিতে পারে তবে ঐ নির্বাসনাকে সেবা করে। ৪৬।

যাহার মন ক্রিয়ার পর অবস্থায় মুক্ত হইয়াছে তিনি নিঃশঙ্ক; তিনি মুক্ত হইবার নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম তাহা তিনি করেন না; তিনি দেখেন, শোনেন, স্পর্শ করেন, শোঁকেন ও খান, যে অবস্থায় থাকেন সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন। ৪৭।

উপর্য্যুক্ত মুক্ত মানস যাহার হইয়াছে তাঁহার কথা শুনিবামাত্রেই শুদ্ধবুদ্ধি নিরাকুল হয়েন, তাঁহার কোন আচারও নাই অনাচারও নাই, ঔদাস্য ভাব-বিশিষ্ট আপনাকেই আপনি দেখেন। ৪৮।

যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তদা তৎ কুরুতে ঋজুঃ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি তস্য চেষ্টা হি বালবৎ॥ ৪৯॥

স্বাতন্ত্র্যাৎ সুখমাপ্নোতি স্বাতন্ত্র্যাল্লভতে পরম্।
স্বাতন্ত্র্যান্নির্বৃতিং গচ্ছেৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমং পদম্॥ ৫০॥

অকর্ত্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনো মন্যতে যদা।
তদা ক্ষীণা ভবন্ত্যেব সমস্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ॥ ৫১॥

উচ্ছৃঙ্খলাপ্যকৃতিকা স্থিতির্ধীরস্য রাজতে।
ন তু সস্পৃহচিত্তস্য শান্তির্মূঢ়স্য কৃত্রিমা॥ ৫২॥

বিলসন্তি মহাভোগৈর্ব্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবন্ধনাঃ॥ ৫৩॥

যাহা যখন করিবার উপস্থিত হয় তখন সরলভাবে, করেন সেই করা শুভই হউক আর অশুভই হউক তাহা বালকের ন্যায় চেষ্টা করেন। ৪৯।

উপর্য্যুক্ত অনাসক্ত বালবৎ ক্রিয়াবিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যরূপ অবস্থাতে থাকিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এবং পরব্রহ্মের লাভ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়াতে সকল বিষয়ের নিবৃত্তি হইল, এই পরমপদ হইতেছে। ৫০।

উপর্য্যুক্ত স্বাতন্ত্র্য অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, ইহা বলিয়া মনে হয় না, আত্মাই কর্ত্তা এবং আত্মাই ভোক্তা বলিয়া মনে হয় যখন তখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিশ্চয় ক্ষীণভাবাপন্ন হয়। ৫১।

যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হইয়াছে সেই স্থিতি অকৃত্রিম আর যিনি মনে এক এবং বাহিরে 'লোকদেখান' আর এক, এমত যে মূর্খ, তাহার কৃত্রিম শান্তি হইতেছে। ৫২।

বন্ধন হইতে মুক্ত যে ব্যক্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার কল্পনা রহিত হইয়া ধীর এবং অবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি মহাভোগ-বিলাস করিলেও যেমন, গিরিগহ্বরের মধ্যে থাকিলেও তেমনি দুইতেই সমানভাব। ৫৩।

শ্রোত্রিয়ং দেবতাং তীর্থম্ অঙ্গনাং ভূপতিং প্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা সংপূজ্য ধীরস্য ন কাপি হৃদি বাসনা ॥ ৫৪ ॥
ভৃত্যৈঃ পুত্রৈঃ কলত্রৈশ্চ দুর্হৈতৃশ্চাপি গোত্রজৈঃ।
বিহস্য ধিক্ কৃতো যোগী ন যাতি বিকৃতিং মনাক্ ॥ ৫৫ ॥
সন্তুষ্টোঽপি ন সন্তুষ্টঃ খিন্নোঽপি ন চ খিদ্যতে।
তস্যাশ্চর্য্যদশাং তাং তাং তাদৃশা এব জানতে ॥ ৫৬ ॥
কর্ত্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
শূন্যাকারে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিকারা নিরাময়াঃ ॥ ৫৭ ॥
অকুর্ব্বন্নপি সংক্ষোভাদ্ব্যগ্রঃ সর্ব্বত্র মূঢ়ধীঃ।
কুর্ব্বন্নপি চ কৃত্যানি কুশলো হি নিরাকুলঃ ॥ ৫৮ ॥

বেদপাঠী ব্রাহ্মণ দর্শন করিব, দেবতা তীর্থ দর্শন করিব, অঙ্গনা ভূপতি-প্রিয় লোক দেখিয়া পূজা করিব এইরূপই জগৎসংসারের মন ধাবমান দেখা যায়, কিন্তু ধীর ব্যক্তির কোন বাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫৪।

ভৃত্য, পুত্র, কলত্র, দুর্বৃত্ত আপনার গোত্রে যে জন্মিয়াছে যোগী সকলকে দেখিয়া মনে মনে হাঁসেন আর মনে মনে বলেন তোমাকে ধিক্ যে তুমি ইহাদের দেখিয়া বিকার প্রাপ্ত হইতেছ, যাহারা তোমার মনের বিকার দেখিতেছে তাহারাও ধিক্কার করিতেছে, তুমি প্রকৃত যোগী হইলে তোমার মনের বিকার কেন হইবে? মন মনেতে থাকিলে মনের বিকার হয় না, অন্য দিকে মন দিলেই মনের বিকার হয়। ৫৫।

কোন বিষয় প্রাপ্তি হইলে সন্তুষ্ট হইয়াও সন্তুষ্ট হন না, খিন্ন হইয়াও খিদ্যমান হন না, এ এক আশ্চর্য্যদশা; এই সকল দশা প্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তি তাঁহারাই এই দশা জানেন। ৫৬।

এ সংসারের করা, ধরা, যাহাকে সকল সাধারণ লোকে কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা সুর যাঁহারা গলা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত থাকেন তাহা তাঁহারা দেখেন না সকলি মহাশূন্যময় ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নিরাময় হইয়া থাকেন। ৫৭।

একর্ম্ম করা হয় নাই এই বলিয়া ক্ষোভমান হয়েন এবং সকল কর্ম্মে

সুখমাস্তে সুখং শেতে সুখমায়াতি যাতি চ ।
সুখং বক্তি সুখং ভুঙ্‌ক্তে ব্যবহারেঽপি শান্তধীঃ ।। ৫৯ ।।
স্বভাবাদ্ যস্য নৈবার্ত্তি-র্লোকবদ্ব্যবহারিণঃ ।
মহাহ্রদ ইবাক্ষোভ্যো গতক্লেশঃ সুশোভতে ।। ৬০ ।।
নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে ।
প্রবৃত্তিরপি ধীরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ।। ৬১ ।।
পরিগ্রহেষু বৈরাগ্যং প্রায়ো মূঢ়স্য দৃশ্যতে ।
দেহে বিগলিতাশস্য ক্ব রাগঃ ক্ব বিরাগতা ।। ৬২ ।।

ব্যগ্র এইরূপ মূঢ় বুদ্ধি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া সকল কর্ম্মই করেন এবং ব্যাকুলতা রহিত হইয়া সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন এমত জ্ঞানী ব্যক্তি অতি বিরল, দেখিতে পাওয়া যায় না । ৫৮ ।

যেখানে বসিয়া আছেন সেইখানে সুখেই বসিয়া আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মে আছেন । শুইয়া যখন আছেন তখনও ব্রহ্মে আছেন, গমনাগমনও ব্রহ্মে থাকিয়া করেন, ব্রহ্মে থাকিয়া কথা বলেন, ভোজন করেন, কিম্বা অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মে থাকিয়া করেন । ৫৯ ।

লোকের মতন ব্যবহার করেন, কিন্তু স্বভাবে থাকেন অর্থাৎ আত্মাতেই আট্‌কিয়া থাকেন, সংসারের লোকের যেরূপ ক্লেশ এবং ক্ষোভ তাহা তাঁহার নষ্ট হয়, তিনি মুক্ত হইয়া শোভমান হন । ৬০ ।

মূর্খ যাহারা তাহাদিগের যে নিবৃত্তি, সেই নিবৃত্তি করাতেই প্রবৃত্তি হইতেছে, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাঁহারা রহিয়াছেন এমত যে ধীর ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হইলেও নিবৃত্তির ফলভাগী হন অর্থাৎ তাঁহারা যাহা করেন সকলি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত করেন সুতরাং সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না । ৬১ ।

মূর্খ ব্যক্তিরা, আমার কিছু লইতে ইচ্ছা নাই এইরূপ প্রায় বলিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আশা ভিতরে ভিতরে সকলেরি থাকে

ভাবনাভাবনাসক্তা দৃষ্টির্মূঢ়স্য সর্ব্বদা।
ভাব্যভাবনয়া সাতু স্বস্থস্যাদৃষ্টিরূপিণী ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বারম্ভেষু নিষ্কামো যশ্চরেদ্বালবন্মুনিঃ।
ন লেপস্তস্য শুদ্ধস্য ক্রিয়মাণেঽপি কর্ম্মণি ॥ ৬৪ ॥
স এব ধন্য আত্মজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেষু যঃ সমঃ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিস্তর্ষমানসঃ ॥ ৬৫ ॥
ক্ব সংসারঃ ক্ব চাভাসঃ ক্ব সাধ্যং ক্ব চ সাধনম্।
আকাশস্যেব ধীরস্য নির্ব্বিকল্পস্য সর্ব্বদা ॥ ৬৬ ॥

সেই আশা যাঁহার দেহে বিগলিত হইয়াছে তাঁহার রাগ বা কি আর বিরাগই বা কি?। ৬২।

মূঢ় যাহারা তাহারা বলে যে চিন্তা করিতে করিতে খুন হইলাম; এমন কোন জিনিস পাই নাই যাহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; ভাব্য যে অবস্তুব বস্তু ক্রিয়ার পর অবস্থাকে যাহার হয় সেই ব্যক্তি স্বস্থ অর্থাৎ আপনাতে আপনি হৃদয়েতে স্থিরভাবে আছে। এইরূপ দৃষ্টস্বরূপী তিনি হইতেছেন। ৬৩।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া মৌন যাহা আপনাপনি হয় এমত যে ব্যক্তি সে সকল কর্ম্মই করে, কিন্তু কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কামনা রহিত হইয়া বালকের সব কর্ম্ম করে, এবং তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকে; কারণ যে কর্ম্ম করেন, তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া করেন এমত যে ক্রিয়াবান্ তিনি সকল ক্রিয়া করিয়াও কিছুই করেন না। ৬৪।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আট্‌কিয়া থাকেন তিনিই ধন্য যাঁহার সকলে সমান ব্রহ্মভাব হইতেছে তিনি ইচ্ছা রহিত হইয়া দেখেন, শুনেন, স্পর্শ করেন, [illegible] লয়েন এবং খান। ৬৫।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া, ব্রহ্মে লীন হইয়া মহাকাশের স্বরূপ হইয়া থাকেন এমত যে ধীর তিনি কল্পনা করা এবং কল্পনা না করা এই দুই হইতে রহিত হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার আবার সংসারই বা কি? আভাসই বা কি? সাধ্যই বা কি? আর সাধনাই বা কি?। ৬৬।

স জয়ত্যর্থসন্ন্যাসী পূর্ণস্বরসবিগ্রহঃ।
অকৃত্রিমেঽনবচ্ছিন্নে সমাধির্যস্য বর্ত্ততে।। ৬৭।।
বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাততত্ত্বো মহাশয়ঃ।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী সদা সর্ব্বত্র নীরসঃ।। ৬৮ ।।
মহদাদি জগদ্দ্বৈতং নামমাত্রবিজৃম্ভিতম্।
বিহায় শুদ্ধবোধস্য কিং কৃত্যমবশিষ্যতে।। ৬৯।।
ভ্রমভূতমিদং সর্ব্বং কিঞ্চিন্নাস্তীতি নিশ্চয়ী।
আলক্ষ্য স্ফুরণং শুদ্ধঃ স্বভাবেনৈব শাম্যতি।। ৭০ ।।

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তির জয়, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার কোন বিষয়ের ইচ্ছা নাই, তিনি ইচ্ছার সহিত প্রাণায়ামের দ্বারায় যুদ্ধ করিয়া ইচ্ছাকে জয় করিয়াছেন এমত যে ব্যক্তি তিনি অকৃত্রিম অনবচ্ছিন্ন সমাধিতে রহিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বদাই হৃদয়ে আট্‌কিয়া রহিয়াছেন তাহা অনুভব হইতেছে। ৬৭।

আর আমি কত বলিব, যিনি উপর্য্যুক্ত তত্ত্বকে জানিয়াছেন তিনি মহাশয়, তাঁহার ভোগেরও ইচ্ছা নাই মোক্ষের ইচ্ছা নাই আকাঙ্ক্ষা রহিত হইতেছেন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা, নীরস হইতেছেন। ৬৮।

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়া যে মহৎ তত্ত্ব, সবই দ্বৈত, জগতটা শুদ্ধ দ্বৈত, জগৎ এক, নাম মাত্র লোকে বলে এই জগৎ, যাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ত্যাগ হইয়াছে ও এমত যে শুদ্ধ বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাকি নাই। ৬৯।

যাহা কিছু দেখিতেছ সকলি ভ্রম দেখিতেছ, কারণ সকলি ব্রহ্ম কিন্তু তাঁহাকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, কিছুই নয় এই নিশ্চয় করিয়াছেন যিনি তিনিই শুদ্ধ আপনাতে ভাববিশিষ্ট ক্রিয়ার পর অবস্থায় শমতাকে লীন। ৭০।

শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক্ব বিধিঃ ক্ব চ বৈরাগ্যং ক্ব ত্যাগঃ ক্ব শমোঽপি বা ॥৭১॥
স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিঞ্চ ন পশ্যতঃ।
ক্ব বন্ধঃ চ বা মোক্ষঃ ক্ব হর্ষঃ ক্ব বিষাদিতা ॥ ৭২ ॥
বুদ্ধিপর্য্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ত্ততে।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতে বুধঃ ॥ ৭৩ ॥
অক্ষয়ং গতসন্তাপমাত্মানং পশ্যতো মুনেঃ।
ক্ব বিদ্যা ক্ব চ বা বিশ্বং ক্ব দেহোঽহং মমেতি বা ॥ ৭৪ ॥

অনন্তপ্রকার স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট যে লোক তাহার আর ভাব কোথায়? কারণ আদ্যাশক্তি প্রকৃতি যিনি হৃদয়ে স্থিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না এরূপ যে ব্যক্তি তাহার আর কি বিধি? আর তাহার বৈরাগ্যই বা কি?, ত্যাগই বা কি? শান্তিই বা কি?। ৭১।

যিনি অনন্তরূপ দেখিতেছেন বটে কিন্তু প্রকৃতিকে দেখিতেছেন না অর্থাৎ সকলেতে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, তাঁহার বন্ধ বা কি মোক্ষই বা কি? হর্ষই বা কি? বিষাদই বা কি?। ৭২।

এসংসারে বুদ্ধি পর্য্যন্ত মায়া মাত্র হইতেছে,আমি কিছু নই,আমার কিছু নয় ইচ্ছা রহিত হইয়া, পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা শোভমান হয়েন। ৭৩।

সংসারে যত জিনিস সকলেরই নাশ হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ব্রহ্ম, তাহার নাশ নাই, তাহাতে থাকিলে আত্মার যত সন্তাপ তাহা নাশ হয়; সেই নাশ যাহা হইল তাহা তিনি দেখিতে পান ঘরের এইরূপ অবস্থিতি দেখিয়া আপনাপনি মৌন হইয়া থাকেন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত যে ব্যক্তি তাহার আর কোন বিদ্যা জানিবার আবশ্যক থাকে না; কারণ তিনি ইচ্ছা রহিত হইতেছেন, ইচ্ছা রহিত হইলে এই বিশ্বসংসার তাহার থাকিয়াও নাই। বিশ্ব-সংসার যখন নাই তখন এ দেহও নাই তাহার এই দেহ থাকা আর না থাকা দুই সমান; আর ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন তিনি নিজে নাই তখন মমতাই বা তাঁহার কোথায়। ৭৪।

নিরোধাদীনি কর্ম্মাণি জহাতি জড়ধীর্যদি।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চ কর্ত্তুমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ॥ ৭৫॥
মন্দঃ শ্রুত্বাপি তদ্বস্তু ন জহাতি বিমূঢ়তাম্।
নির্ব্বিকল্পো বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ॥ ৭৬॥
জ্ঞানাদ্গলিতকর্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্ম্মকৃৎ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্ত্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন॥ ৭৭॥
ক্ব তমঃ ক্ব প্রকাশো বা ক্ব হানঃ ক্ব চ কিঞ্চন।
নির্ব্বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্ব্বদা॥ ৭৮॥
ক্ব ধৈর্য্যং ক্ব বিবেকিত্বং ক্ব নিরাতঙ্কতাপি বা।
অনির্ব্বাচ্যস্বভাবস্য নিস্বভাবস্য যোগিনঃ॥ ৭৯॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে নিরোধ আপনাপনি হয় মূর্খবুদ্ধি যাহাদিগের তাহারা নিরোধাদিকে ত্যাগ করে, ত্যাগ করিলেই তৎক্ষণাৎ নানাপ্রকার মনোরথ ও প্রলাপাদি অবশ হইয়া করে। ৭৫।

মন্দ যাহারা হয় তাহারা ভাল কথা শুনিয়াও ক্রিয়ার পর অবস্থাকে ত্যাগ করে, আর মূর্খতা-প্রযুক্ত মন্দবুদ্ধিকে ত্যাগ করিতে পারে না, ইচ্ছা অনিচ্ছা এই দুই রহিত হইবার নিমিত্ত বাহিরে যত্ন করে কিন্তু অন্তরে বিষয়ের লালসা থাকে। ৭৬।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ইচ্ছার সহিত সব কর্ম্ম গলিত হইয়াছে যাঁহার, তিনি লোক দেখাদেখি সব কর্ম্ম করেন; কিন্তু সে সব কর্ম্ম করিবার এবং বলিবার অবসর পান না। ৭৭।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্বভাবতঃ থাকাতে যে ধীর নিঃশঙ্ক সর্ব্বদা হইয়াছে তাহার আর তম, আর প্রকাশ কি? এবং হানিই বা কি? কিছুই কিছু নয়। ৭৮।

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যে আপনাতে আপনি ভাব সে অনির্ব্বচনীয় এমত নিঃস্বভাব বিশিষ্ট যে যোগী তাহার ধৈর্য্যই বা কি? আর বিবেকই বা কি? আর নির্ভয়তাই বা কি? । ৭৯।

ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্ন চৈব হি।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥ ৮০ ॥
নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভে চানুশোচতি।
ধীরস্য শীতলং চিত্তমমৃতেনৈব পূরিতম্ ॥ ৮১ ॥
ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥ ৮২ ॥
ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি।
হর্ষামর্ষবিনির্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি ॥ ৮৩ ॥
নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ।
নিশ্চিন্তঃ স্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতে বুধঃ ॥ ৮৪ ॥

ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিতে দৃষ্টি যে যোগীর তাঁহার দৃষ্টি ঐ স্থিতিতেই রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে অন্য কিছুই নাই, এ বিষয় আর অধিক বলে কি হইবে সে স্বর্গও চায় না, নরকও চায় না, জীবন্মুক্তিও চায় না। ৮০।

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি লাভও চায় না এবং লাভ হইবার নিমিত্ত অনুশোচনাও করে না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় এমত যে ধীর ব্যক্তি তাঁহার চিত্ত শীতল অমৃতের দ্বারায় পূরিত রহিয়াছে। ৮১।

নিষ্কামী ব্যক্তিকে তাঁহারা শান্ত দেখিয়া স্তবও করেন না, আর দুষ্ট লোকের নিন্দাও করেন না, দুঃখ এবং সুখ দুইতেই সমান ভাবে থাকিয়া তৃপ্ত থাকেন, কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও তাহা দেখে না। ৮২।

ধীর যে ব্যক্তি তিনি সংসারকে দ্বেষ করেন না; আর আত্মাকে দেখেন না, [illegible] হর্ষ, শোক হইতে মুক্ত হইয়া না মরিয়া আছেন না বাঁচিয়া আছেন। ৮৩।

পণ্ডিত যিনি তিনি এইরূপ শোভিত হইয়াছেন, পুত্র দারাতে স্নেহ নাই, কোন বিষয়ে কামনা নাই, স্বশরীরের আশা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। ৮৪।

তুষ্টিঃ সর্ব্বত্র ধীরস্য যথাপতিতবর্ত্তিনঃ ।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ॥ ৮৫ ॥
পততূদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তিবিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ॥ ৮৬ ॥
অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ॥ ৮৭ ॥
নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
সুভিন্নহৃদয়গ্রন্থিবিনির্ধূতরজস্তমাঃ ॥ ৮৮ ॥
সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি ।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥ ৮৯ ॥

ধীর ব্যক্তি সর্ব্বত্র, এবং যাহা হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট, স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক দেশ চরণ করেন, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই শুইয়া থাকেন। ৮৫।

এই শরীর থাক আর যাক মহৎ ব্যক্তির এ বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, আপনার ভাবেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার স্থিতিতে থাকিয়া, ভূমিতে বিশ্রান্তি করতঃ সংসারের গতি সব বিস্মৃত হয়। ৮৬।

কোন ফলের ইচ্ছা না করিয়া সব কর্ম্মই করেন ও দ্বন্দ্ব এবং সংশয় রহিত হইয়া এবং সব ভাবেতে আসক্তি রহিত হইয়া কেবল ক্রিয়াতে রমণ করেন যিনি তিনি পণ্ডিত। ৮৭।

আমার কিছু নয় এবং ঢেলা এবং সোনা দুই সমান এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট ধীর যিনি তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ এবং রজ এবং তমগুণ রহিত হইয়াছে। ৮৮

কোন বিষয়ের ইচ্ছা নাই কারণ হৃদয় বাসনাশূন্য হইয়াছে যাঁহার আত্মা মুক্ত, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকায় এরূপ বিগত তৃষ্ণা যাহার হইয়াছে তাহার তুলনা কাহারও সহিত দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ এরূপ অবস্থা অতি কম লোকের হয়। ৮৯।

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপি ন চ ব্রূতে কোঽন্যো নির্ব্বাসনাদৃতে ॥ ৯০ ॥
ভিক্ষুর্ব্বা ভূপতির্ব্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনাশোভনা মতিঃ ॥ ৯১ ॥
ক্ব স্বাচ্ছন্দ্যং ক্ব সঙ্কোচঃ ক্ব বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
নির্ব্ব্যাজার্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ ॥ ৯২ ॥
আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে ॥ ৯৩ ॥

উপর্য্যুক্ত বাসনা রহিত ব্যক্তির অবস্থা বিচিত্র হইতেছে তিনি জানিয়া জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না এইরূপ আশ্চর্য্য দশা যাহার হইয়াছে তিনিই জানেন। অন্য সাংসারিক লোকে একথা বুঝিতে পারিবেন না। ৯০।

ভিক্ষুকই হউন বা রাজাই হউন যিনি নিষ্কাম হইতেছেন তিনিই শোভমান, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভাব তাহাতে গলিত হইয়াছে যাঁহার মন তাঁহার ভাল মন্দ দুই সমান। ৯১।

ক্রিয়া করে করে স্থিরত্ব ভাব যে যে যোগীর হইয়াছে তাঁহাদেরি চিত্ত সরল এবং কোন বিষয় তাঁহাদের মনে উদয় হয় না, আবার উদয়ও হয় কিন্তু সেই উদয় আর অনুদয় দুই অনুর্ব্বরা ভূমির ন্যায় অর্থাৎ কোন বস্তুতে আসক্তি থাকে না এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনিই চরিতার্থ হইতেছেন। তাঁহার স্বাচ্ছন্দই বা কি? আর সঙ্কোচই বা কি? আর তত্ত্বের নিশ্চয় করাই বা কি? । ৯২।

আত্মাতে বিশ্রান্তি দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি আশা রহিত হওয়াতে, পীড়াবর্জ্জিত হইয়াছেন তাঁহার অন্তরে যে সকল অনুভব হয় তাহা কি প্রকারে কে বলিতে পারে? । ৯৩।

সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে॥ ৯৪॥
জ্ঞঃ সচিন্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োঽপি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ ৯৫॥
ন সুখী নচ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন রাগবান্।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন॥ ৯৬॥

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি শুইয়া থাকেন কিন্তু ভালরূপ শোন না, স্বপ্ন দেখেন না শুইয়া অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন, জাগিয়া থাকেন কিন্তু জাগিয়া থাকেন না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন, এমত ধীর ব্যক্তির পদে পদে তৃপ্তি। ৯৪।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি স্থিরত্ব পদ কি তাহা জানিয়াছেন, তাহারি নাম জ্ঞঃ, তিনি সচিন্তক হইয়াও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন বিষয়ের চিন্তা থাকে না, যদ্যপি কোন আবশ্যকীয় চিন্তা উপস্থিত হয় যেমন জলের পিপাসা ক্ষণিক হইল, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার আনন্দেতে থাকায় মনে বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তের মতন থাকে, এইরূপ সব ইন্দ্রিয়ে থাকিয়াও নিরিন্দ্রিয় হইতেছেন, তিনি সুবুদ্ধি হইয়াও নির্বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকায় সুন্দররূপ বুদ্ধি তাহার হইতেছে বটে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় বুদ্ধি পরে যে ব্রহ্ম তাহাতে থাকায় বুদ্ধি। অহঙ্কার থাকিয়াও অহঙ্কার নাই সেই ব্রহ্মই আমি এইরূপ অহঙ্কার হইয়াও অহঙ্কার নাই কারণ আমারি নাহঙ্কার যখন আমি সেই ব্রহ্ম তখন অহঙ্কার করে কে? । ৯৫।

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি সুখীও নন দুঃখীও নন, বিরক্ত নন, রাগবানও নন, তিনি মুক্তির ইচ্ছা করেন না, মুক্তও নন; তিনি কিছুই নন, কিন্তু কিছু সে কিছু অবস্থর বস্তু হইতেছে, তত্ত্বের দ্বারায় আসিতেছে ও যাইতেছে। ৯৬।

বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপি ন জড়ো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন পণ্ডিতঃ ॥ ৯৭ ॥

মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্যনির্বৃতঃ।
সমঃ সর্ব্বত্র বৈতৃষ্ণ্যাৎ ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥ ৯৮ ॥

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥ ৯৯ ॥

তিনি বিক্ষিপ্ত হইয়াও বিক্ষিপ্ত নন, অর্থাৎ বিশেষরূপে ব্রহ্মেতে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন যিনি তিনি সাংসারিক লোকের মতন বিক্ষিপ্ত নন, তিনি সমাধিস্থ হইয়াও সমাধিবান নহেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া সকল কর্ম্ম করিতেছেন, জড়ের মতন থাকিয়াও জড় নন অর্থাৎ যখন ভগবানের মহিমা সব দেখেন দূর দর্শন এবং শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারায় তখন আশ্চর্য্য হইয়া জড়বৎ থাকেন কিন্তু সূক্ষ্ম ব্রহ্মের অণুর দ্বারায় সব দেখাতে ও জানাতে তিনি জড় নন, তিনি পণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিত নন অর্থাৎ সকলেতে ব্রহ্ম দেখিয়াও সমান দেখেন না অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে মান এবং চামারকে অপমান করেন। ৯৭

উপর্য্যুক্ত ব্যক্তি মুক্ত হইতেছেন যেরূপ তাঁহার হৃদয়ে স্থিতি তাহাতেই স্বস্থ হইতেছেন, যাহা করিয়াছেন তাহাতেও আর মন দেন না এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহাতেও আর মন দেন না, সকল অবস্থাই সমান আর সর্ব্বত্র ইচ্ছা রহিত; যাহা করিয়াছেন এবং যাহা না করিয়াছেন এ দুয়েরই স্মরণ করেন না। ৯৮।

কেহ বন্দনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না ও নিন্দা করিলেও রুষ্ট হন না, মরণেতেও উদ্বেগ নাই আর জীবনেতেও আনন্দ নাই। ৯৯।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতি ॥ ১০০ ॥

ইতি শমশতকং নাম অষ্টাদশপ্রকরণম্ ।

ঊনবিংশ প্রকরণম্ ।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দেশমাদায় হৃদয়োদরাৎ ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া ॥ ১ ॥
ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকতা ।
ক্ব দ্বৈতং ক্ব চ বা দ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ২ ॥

যেখানে জন সমূহ সেখানে আমি যাই না আর অরণ্যাতে উপশান্তি পাইবার বুদ্ধি করি না, যে রকমে থাকি না কেন সেই রকমেই থাকি, যেখানে থাকি না কেন সেইখানেই থাকি আমি সব সময়ে হৃদয়ে আট্কিয়া রহিয়াছি। ১০০ ।

ঊনবিংশ প্রকরণ ।

উপর্য্যুক্ত ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে আবার স্থির হইয়াছে আমি নানাবিধ শাস্ত্র স্বরূপ কণ্টক উদ্ধার করিলাম। ১ ।

কর্ম্মই বা কি আর কামনা বা কি, আর কিসের জন্যই বা কামনা আর বিবেকতাই বা কি, দ্বৈত বা কি অদ্বৈত বা কি, আমি আপনার স্থিতি পদের মহিমা অনুভব করিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছি। ২ ।

ক্ব ভূতং ক্ব ভবিষ্যদ্বা বর্ত্তমানমপি ক্ব চ।
ক্ব দেশঃ ক্ব চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৩ ॥

ক্ব চাত্মা ক্ব চ বানাত্মা ক্ব শুভং ক্বাশুভং তথা।
ক্ব চিন্তা ক্ব চ বা চিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৪ ॥

ক্ব স্বপ্নঃ ক্ব সুষুপ্তির্ব্বা ক্ব চ জাগরণং তথা।
ক্ব তুরীয়ং ভয়ং বাপি স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৫ ॥

ক্ব দূরং ক্ব সমীপং বা বাহ্যং বাভ্যন্তরং ক্ব বা।
ক্ব স্থূলং ক্ব চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৬ ॥

ক্ব মৃত্যুর্জীবিতং বা ক্ব লোকাঃ ক্বাপি ক্ব লৌকিকম্।
ক্ব লয়ঃ ক্ব সমাধির্ব্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥ ৭ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ, আর বর্ত্তমানই বা কি, আর দেষ, আর নিত্যই বা কি? আমি সেই মহৎ ব্রহ্ম তাহাতে স্থিত হইয়া রহিয়াছি। ৩।

আত্মাই বা কি? অনাত্মাই বা কি? শুভই বা কি অশুভই বা কি, চিন্তাই বা কি? আর অচিন্তা বা কি? আমি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিত হইয়া রহিয়াছি। ৪।

স্বপ্নই বা কি, সুষুপ্তিই বা কি, জাগরনই বা কি, তুরীয়ই বা কি, ভয়ই বা কি, আমি আপনার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইয়া রহিয়াছি। ৫।

দূর, সমেৎ, বাহ্য, অন্তর, স্থূল, সূক্ষ্ম, ইহারাই বা কি, আমি সেই মহৎ ব্রহ্মপদ হৃদয়ে স্থির হইয়া রহিয়াছি। ৬।

মরা বাঁচাই বা কি? লোক, অলোকই বা কি? লয় এবং সমাধিই বা কি? আমি আপনার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির হইয়া রহিয়াছি। ৭।

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি।। ৮।।

ইত্যাত্মবিশ্রান্ত্যষ্টকং নাম ঊনবিংশ প্রকরণম্।

বিংশ প্রকরণম্।

জনক উবাচ।

ক ভূতানি ক দেহো বা কেন্দ্রিয়াণি ক বা মনঃ।
ক শূন্যং ক চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে।। ১।।
ক শাস্ত্রং কাত্মবিজ্ঞানং ক বা নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
ক তৃপ্তিঃ ক বিতৃষ্ণত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা।। ২।।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যোগ, যোগের কথার আল[illegible] বিজ্ঞানের কথা হইতে বিশ্রান্ত আমার আত্মা হইয়াছেন। ৮।

এই বিশ্রান্ত অষ্টক নামক ঊনবিংশ প্রকরণ।

বিংশতি প্রকরণ।

জনক বলিতেছেন। এসব ভূতই বা কি? দেহই বা কি, ইন্দ্রিয়ই বা কি, মনই বা কি, শূন্যই বা কি? নৈরাশ্যই বা কি? আমার স্বরূপ ত কূটস্থ নিরঞ্জন হইতেছেন। ১।

শাস্ত্রই বা কি? আত্মবিজ্ঞানই বা কি? আত্মার নির্বিষয় মনই বা কি? তৃপ্তিই বা কি, আর বিতৃষ্ণত্বই বা কি? আমি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া সদা রহিয়াছি। ২।

ক বিদ্যা ক চ বাবিদ্যা কাহং কেদং মম ক বা ।
ক বন্ধঃ ক চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক রূপিতা ।। ৩ ।।
ক প্রারব্ধানি কর্ম্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক বা ।
ক তদ্বিদেহকৈবল্যং নির্ব্বিশেষস্য সর্ব্বদা ।। ৪ ।।
ক কর্ত্তা ক চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়স্ফুরণং ক বা ।
কাপরোক্ষং ফলং বা ক নিস্বভাবস্য মে সদা ।। ৫ ।।
ক লোকঃ ক মুমুক্ষুর্ব্বা ক যোগী জ্ঞানবান্ ক বা ।
কবন্ধঃ ক চ বা মুক্তঃ স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ।। ৬ ।।
ক সৃষ্টিঃ ক চ সংহারঃ ক সাধ্যং ক চ সাধনম্ ।
ক সাধকঃ ক সিদ্ধির্ব্বা স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে ।। ৭ ।।
ক প্রমাতা প্রমাণং বা ক প্রমেয়ং ক বা প্রমা ।
ক কিঞ্চিৎ ক ন কিঞ্চিদ্বা সর্ব্বদা বিমলস্য মে ।। ৮ ।।

বিদ্যাই কি? অবিদ্যাই কি ? আমি বা কে ? এই বা কে ? আমারি বা কে ? বন্ধই বা কি মোক্ষই বা কি ? ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম স্বরূপ, আমি ত আমার [illegible] রূপ কি ? । ৩ ।

প্রারব্ধ কর্ম্মই বা কি, জীবন্মুক্তই বা কি, আর বিদেহ কৈবল্যই বা কি ? আমি সর্ব্বদাই নির্বিশেষ স্বরূপ হইতেছি । ৪ ।

কর্ত্তা, ভোক্তা বা কি, আর নিষ্ক্রিয় বা কি ? পরোক্ষই বা কি ? আমি নিঃস্বভাব বিশিষ্ট সর্ব্বদা হইতেছি । ৫ ।

লোকই বা কি ? মোক্ষের ইচ্ছাই বা কি ? যোগীই বা কি ? জ্ঞানবানই বা কি ? বদ্ধই বা কি ? মুক্তই বা কি ? আমি স্বস্বরূপ অদ্বৈত হইতেছি । ৬ ।

[illegible] বা কি ? সংহারই বা কি ? সাধ্যই বা কি ? সাধনই বা কি, সাধকই বা কি ? সিদ্ধই বা কি ? আমি স্বস্বরূপ অদ্বৈত হইতেছি । ৭ ।

প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় প্রমাণ, এসকলি বা কি ? কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎই বা কি ? সর্ব্বদা আমি নিমল রহিয়াছি । ৮ ।

বিক্ষেপঃ ক চৈকাগ্র্যং ক নিরোধঃ ক মূঢ়তা।
হর্ষঃ ক বিষাদো বা সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥ ৯ ॥

ক চৈব ব্যবহারো বা ক চ সা পরমার্থতা।
ক সুখং ক চ বা দুঃখং নির্ব্বিশেষস্য মে সদা ॥ ১০ ॥

ক মায়া ক চ সংসারঃ ক প্রীতির্ব্বিরতিঃ ক বা।
ক জীবঃ ক চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥ ১১ ॥

ক প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্ব্বা ক মুক্তিঃ ক চ বন্ধনম্।
কূটস্থনির্ব্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥

ক্বোপদেশঃ ক বা শাস্ত্রং ক শিষ্যঃ ক চ বা গুরুঃ।
ক চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য মে ॥ ১৩ ॥

বিক্ষেপই বা কি? একাগ্রতাই বা কি? নিরোধই বা কি? আর মূর্খতাই বা কি? হর্ষই বা কি? আর বিষাদই বা কি? আমি সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছি। ৯।

ব্যবহারই বা কি? আর পরমার্থতাই বা কি? সুখই বা কি? আর দুঃখই বা কি? আমি সর্ব্বদা নির্বিশেষ হইয়া রহিয়াছি। ১০।

মায়াই বা কি? আর সংসারই বা কি? প্রীতিই বা কি? আর বিরতিই বা কি? জীবই বা কি? আর ব্রহ্মই বা কি? আমি সর্ব্বদা বিমল রহিয়াছি। ১১।

প্রবৃত্তিই বা কি আর নিবৃত্তিই বা কি? মুক্তই বা কি? আর বদ্ধই বা কি? আমি কূটস্থের স্বরূপ হইতেছি। আমি আপনাতে সর্ব্বদা স্বস্থ আছি। ১২।

উপদেশই বা কি? আর শাস্ত্রই বা কি? শিষ্যই বা কি? আর গুরুই বা কি? পুরুষার্থই বা কি? আমি নিরুপাধি শিব স্বরূপ হইতেছি। ১৩।

ক চাস্তি ক চ বা নাস্তি কাস্তি চৈকং ক বা দ্বয়ম্।
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম।। ১৪ ।।

ইতি শিষ্যপ্রোক্তং জীবন্মুক্তচতুর্দ্দশকং নাম বিংশপ্রকরণম্।

একবিংশ প্রকরণম্।

দশ ষট্ চোপদেশে স্যুঃ শ্লোকাশ্চ পঞ্চবিংশতিঃ
সত্যাত্মানুভবোল্লাসে উপদেশাশ্চতুর্দ্দশ ।। ১ ।।
ষডুল্লাসে লয়ে চৈব উপদেশে চতুশ্চতুঃ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধমোক্ষে চতুষ্টয়ম্ ।। ২ ।।
নির্ব্বেদোপশমৌ জ্ঞানমেবমেবাষ্টকং ভবেৎ।
যথাসুখসপ্তকঞ্চ শান্তৌ স্যাদ্বেদসংস্থিতিঃ ।। ৩ ।।

আছেই বা কি? আর নাই বা কি? একই বা কি? আর দুই বা কি? আর আমি কত বলিব, বলিতে পারি না, এই উপর্য্যুক্ত বিষয় সব কিছুই আমার মনেতে উদয় হয় না। ১৪।

এই জীবন্মুক্ত চতুর্দ্দশ নামক বিংশ প্রকরণ সমাপ্ত।

একবিংশ প্রকরণ।

যত প্রকরণে যত শ্লোক আছে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতেছি, প্রথম প্রকরণে উপদেশ নামক ষোলটি শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকরণে সত্যাত্মানুভবোল্লাসে ২৫ শ্লোক, তৃতীয় প্রকরণে উপদেশ তাহাতে চোদ্দটী শ্লোক, উল্লাস নামক চতুর্থ প্রকরণে ছয়টি শ্লোক, আর পঞ্চম প্রকরণে লয় নামক চারিটি শ্লোক, ষষ্ঠ প্রকরণে উপদেশ তাহাতে চারিটি শ্লোক, অনুভব নামক সপ্তম প্রকরণে পাঁচটি শ্লোক। বন্ধ ও মোক্ষ নামক অষ্টম প্রকরণে ৪ টি শ্লোক।

তত্ত্বোপদেশে বিংশচ্চ দশ জ্ঞানোপদেশকে ।
তত্ত্বস্বরূপে বিংশচ্চ শমে চ শতকং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
অষ্টকশ্চাত্মবিশ্রান্তৌ জীবন্মুক্তৌ চতুর্দ্দশ ।
ষট্‌সংখ্যা ক্রমবিজ্ঞানে গ্রন্থৈকাত্মমতঃ পরম্‌ ॥ ৫ ॥
বিংশত্যেকমিতৈঃ খণ্ডৈঃ শ্লোকৈরাত্মাগ্নিমধ্যগৈঃ ।
অবধূতানুভূতিশ্চ শ্লোকাঃ সংখ্যাক্রমা অমী ॥ ৬ ॥

ইতি সংখ্যাক্রমকথনং নামৈকবিংশ প্রকরণম্‌ ॥ ২১ ॥

ইত্যষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণা ।

ওঁ তৎ সৎ ।

নির্বেদ নামক নবম প্রকরণে আটটী শ্লোক, উপশম নামক দশম প্রকরণে ৮টি শ্লোক। জ্ঞান নামক একাদশ প্রকরণে ৮টী শ্লোক। দ্বাদশ প্রকরণে ৮টী শ্লোক, ত্রয়োদশে ৭টী, শান্তি নামক চতুর্দ্দশে ৪টী, তত্ত্ব নামক পঞ্চদশ প্রকরণে ২০টী, জ্ঞান উপদেশ নামক ষোড়শ প্রকরণে ১১টী, তত্ত্বস্বরূপ সপ্তদশ প্রকরণে ২০টী, শান্তিশতক নামে অষ্টাদশ প্রকরণে ১০০টী, আত্ম-বিশ্রান্তি নামক ঊনবিংশ প্রকরণে ৮টী। জীবন্মুক্ত নামক বিংশ প্রকরণে চৌদ্দটী, বিজ্ঞান নামক একবিংশ প্রকরণে ৬টী এই একুশটি প্রকরণে তিনশ এক শ্লোক। অবধৌত, আর অনুভূতি লোক সব অমৃতময় হইতেছে।

এই সংখ্যাক্রম নামক একবিংশ প্রকরণ সমাপ্ত।

অষ্টাবক্র সংহিতা সম্পূর্ণ।